৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন – ১১ আশ্বিন, ১৪৩০ ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর – ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 49, 23 September - 29 September, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নিয়ে রাজ্যপাল–সরকার সংঘাত

বন্ধে সুপ্রিম কোর্ট ১০দিনের মধ্যে ৫জনের তালিকা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিল রাজ্যপাল, সরকার ও ইউজিসিকে। সেই তালিকা থেকে সার্চ কমিটি তৈরি করবে শীর্ষ আদালত।

রবিবার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত

কমিটি রাগিং ও ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকা ফেটসুর ৩ ছাত্রকে চিহ্নিত করেছে এবং আজীবন বহিস্কারের সুপারিশ করেছে।

সোমবার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের ভাবাদর্শে গড়া

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীকে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করল ইউনিস্কো। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উপাচার্য্য সহ সকলেই ভারতের গর্ব বলে অভিহিত করেছেন।

মঙ্গলবার : শ্রীভূমির মতো কেষ্টপুর খালকেও কি ধীরে ধীরে

বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে? প্রশ্ন তুলে দিল পূর্ত দপ্তরের নির্বিকার কার্যকলাপ। একে জমি মাফিয়াদের চক্রান্ত বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বুধবার : নিজেদের বিশেষ সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে কুর্মি

সমাজের লাগাতার রাস্তা ও রেল অবরোধ আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্ট। এরপর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় কুর্মীরা।

বৃহস্পতিবার : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার

গুরুত্বপূর্ণ তদন্তকে এত হালকা ভাবে নেওয়া হচ্ছে কেন সিবিআই অধিকর্তার কাছে তার ব্যাখ্যা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হতে হবে অধিকর্তা প্রবীন সুদকে।

শুক্রবার : নতুন সংসদ ভবনে প্রথম বসা বিশেষ অধিবেশনে দুই

কক্ষেই সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল বহুদিন ধরে লাট খাওয়া মহিলা সংরক্ষন বিল। আগের প্রধানমন্ত্রীরা যা পারেননি সেই কাজ সহজে করে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন নরেন্দ্র মোদী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভারতীয় সংসদে নারী অধিকারের সোনালী রেখা

তবুও রয়ে গেল কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব

ওঙ্কার মিত্র

স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে রইল ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার দিনটি। আর এই সোনার ঝিলিকটি যেখানে খেলে গেল সেটি পুরোপুরি ভারতীয় সংস্কৃতি দিয়ে সাজানো নবনির্মিত ভারতীয় সংসদ ভবন। ৭৫ বছর পেরিয়ে এই প্রথম ভারতীয় গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ সাবালক হল প্রকৃতি–পুরুষ সমন্বয়ে। আর এই সমন্বয় সংসদের দুই কক্ষে যেভাবে রচিত হল তার জন্য প্রধান কান্ডারী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। যদিও গত প্রায় ৩০ বছর ধরে যাদের জমে ওঠা চাওয়া পাওয়া, ব্যার্থতা সফলতার উপর এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল তাঁদের ভূমিকাও কম নয়।

সেই কবে নেত্রী গীতা মুখার্জির হাত ধরে ভাবনার সূচনা। তারপর কত প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী চেষ্টা করেও এই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যার্থ হয়েছেন। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম অবিনাশিলিঙ্গম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'সংসদে মেয়েদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ জরুরি। নারীর ক্ষমতায়ন একটি ভালো পরিবার, ভালো সমাজ এবং শেষ পর্যন্ত একটি ভালো জাতি গঠনের দিকে নিয়ে যায়। নারী সুখী হলে ঘর সুখী হয়। যখন ঘর সুখী তখন সমাজ সুখী এবং যখন সমাজ সুখী তখন রাষ্ট্র সুখী এবং রাষ্ট্র যখন সুখী তখন দেশে শান্তি থাকবে এবং একটি বৃহত্তর গতিতে বিকাশ করবে।' ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকর বলেছেন,

এরপর পাঁচের পাতায়

ত্রাণ সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে ধৃত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পাচারের গাড়ি আটক করলো সাধারণ মানুষ। এর ফলে উত্তেজনা ছড়ালো জয়নগরের বহড়ু এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

২০২০ সালের ২১ মে ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডবের জেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষের জীবন যাপন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কেটে যাওয়ার পর সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে রাজ্য সরকার। বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষদের তৎকালীন সাহায্যের জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষদের দেওয়া হয় একটি করে কিট। এই কিটের মধ্যে থাকে রান্নার বিভিন্ন সরঞ্জাম। তিন বছর পর গুদামজাত

সেই কিট বেআইনিভাবে পাচার করার সময় গ্রামবাসীরা ধরে ফেলে গাড়িসহ পাচারকারীদের। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় শতাধিক কিট। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার হাসিমপুরের একটি সিমেন্টের গোডাউন থেকে বেশ কয়েকটি মোটর ভ্যান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

এরপর পাঁচের পাতায়

সরকারি জায়গা দখল করে চলছে ব্যবসা

বাখরাহাট রোড

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট রোডের শামুকপোঁতার মোড় সংলগ্ন রাস্তার দু'পাশে সরকারি নয়ানজুলির ওপর অবৈধভাবে দখল করে বাঁশের কেনা বেচার ব্যবসা চলছে। নয়ানজুলির ওপর বাঁশ দিয়ে প্ল্যাটফর্ম করে রাশি রাশি বাঁশ রাখা হয়েছে। লরি লরি বাঁশ নামছে। যার ফলে যানজটও তৈরি হয় মাঝে মধ্যে। নয়ানজুলির পরে যাদের বৈধ জায়গা জমি আছে, তাদের ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে জনৈকা ভদ্রমহিলা কোর্টে মামলা করেছিলেন। কোর্টে জেতার পর পুলিশ এসে বাঁশ সরিয়ে দেয়। কিন্তু মাসখানেক পর আবার বাঁশ রাখা শুরু হয়। এই বাঁশ ব্যবসায়ীরা ক্রমশঃ সরকারি নয়ানজুলি ও পিডব্লিউডির জায়গা দখল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

ছবি : অরুণ লোধ

এরপর পাঁচের পাতায়

নামখানায় নদী বাঁধে ধস

অমিত মন্ডল

বর্ষার মরসুমে নামখানায় নদী বাঁধে দেখা দিল বড়সড় ধস। মাত্র মাস দুয়েক আগে ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে নামখানার নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নদী বাঁধ নির্মাণের কাজ করেছিল সেচ দপ্তর। দুমাস কাটতে না কাটতেই সেই নদী বাঁধের ১০০ মিটারে ধস দেখা দিল। কিভাবে এই ধস। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নামখানার নারায়ণগঞ্জ এলাকার এই নদী বাঁধ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল। আমফান, ইয়াসের সময় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই নদী বাঁধ। বাঁশ দিয়ে পাইলিং করার পরে কাঁচা মাটি দিয়ে নতুন করে বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। ভালো কাজ না হওয়ার ফলে সেই নদী বাঁধে দেখা দিল ধস।

এরপর পাঁচের পাতায়

জয়নগরে অস্ত্র কারখানার হদিশ

সুব্রত মন্ডল

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালীর নির্দেশে জয়নগর ময়দার কাশিপুর কামারিয়া এলাকায় অপারেশন চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করে। প্রচুর বেআইনি অস্ত্র সহ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় মূল

পান্ডা রহমতুল্লা শেখকে। বুধবার পুলিশ সুপার বলেন কারখানা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৮টি ওয়ান শটার, ২টি একনলা পাইপ গান, সহ অস্ত্র তৈরির নানা রকম সরঞ্জাম। সূত্রের খবর রহম তুল্লার কারখানা থেকে ওয়ান শটার বিক্রি হতো ৮ হাজার ও দূরপাল্লার আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি হতো ৩০ হাজার টাকায়। স্ট্রিং অপারেশনটি করে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস সহ জয়নগর,বকুলতলা থানার পুলিশের বিশেষ টিম। ধৃতকে বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেউ যাতে সন্দেহ না করে তাই নিজের দু কামরার বাড়ি থেকে খানিক দূরে পুকুরপাড়ে জঙ্গল ঘেরা জায়গায় কারখানা বানিয়েছিল রহমতুল্লা। এই জায়গাটিতে অটো, বাইক ছাড়া আর কিছু প্রবেশ করতে পারে না। একটি ছোট এসবেস্টসের ছাউনির ভিতরেই চলত অবৈধ অস্ত্রের কারবার। ৫৮ বছরের রহমতুল্লাকে এই কাজে সাহায্য করত তার স্ত্রী। তার স্ত্রীর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র ডেলিভারির কাজ চালাতো রহমতুল্লা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে মোটর চালিত ভ্যান চালাতো ধৃত অস্ত্র কারবারি। স্থানীয় মানুষজন এটাই জানতেন। তার পিছনে চলত অস্ত্র কারবার। জেরায় ধৃত জানিয়েছে, এক বছর হয়েছে সে এই অবৈধ অস্ত্র কারবার শুরু করেছে। গভীর রাতে শুরু হতো অস্ত্র তৈরীর কাজ। বাড়ির পিছনে পুকুরে লুকিয়ে রাখা হতো অস্ত্র। এমন কি অস্ত্র তৈরির পর গাছের উপরে পাতার আড়ালে সেগুলি লুকিয়ে রাখা হতো। সাধারণত কুলতলী, ক্যানিং ও জয়নগরের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্রের ডেলিভারি দেওয়া হতো। এই সমস্ত অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। অভিযুক্তর স্ত্রীর দাবি তার স্বামী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। যদিও বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, অভিযুক্ত সিপিএমের লোকাল কমিটির নেতা। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো রকম যোগ নেই। সিপিএম নেতারা তৃণমূলের এই দাবী অস্বীকার করেছেন। অবৈধ অস্ত্রকারখানাকে নিয়েই চলছে এখন তৃণমূল–সিপিএম তরজা।

বাগদায় রেকর্ড সোনা উদ্ধার বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা ব্লকের অন্তর্গত ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের রণঘাট সীমান্ত। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রণঘাট

বিএসএফের ৬৮নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা বানেশ্বর পুর যাওয়ার পথে একটি সন্দেহজনক মোটর সাইকেলে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশিতে মোটর সাইকেলটির এয়ার ফিল্টারের ভিতর থেকে ২২ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের ৫০

এরপর পাঁচের পাতায়

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

প্রকাশিত হয়েছে

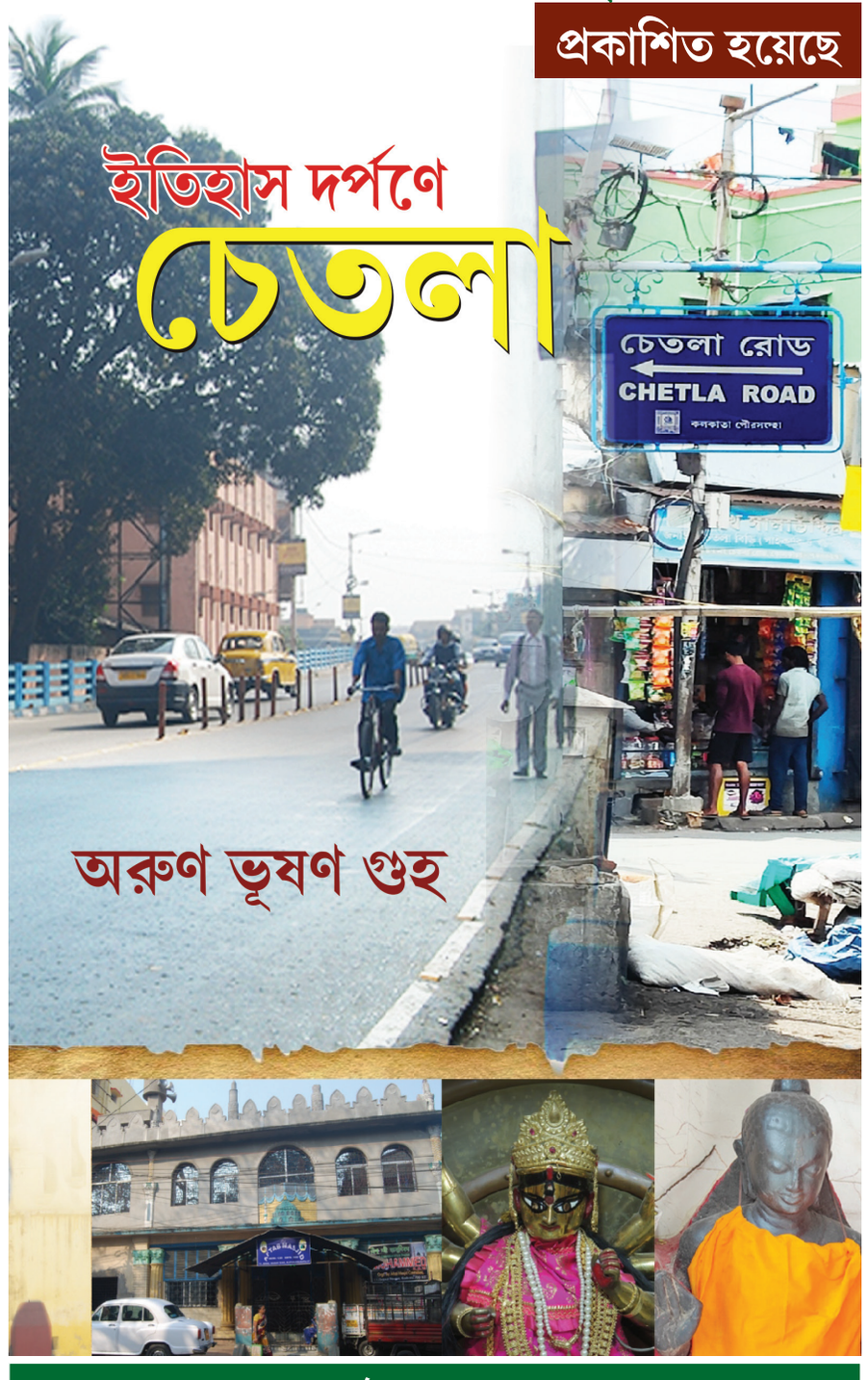

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সহায়তার আবেদন জানিয়েও হতাশ 'বঙ্গভূষণ' কার্তিক দাস বাউল

দেবাশিস রায়

বহুল প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না'।আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতশিল্পী 'বঙ্গভূষণ' কার্তিক দাস বাউলও কার্যত এই প্রবাদ বাক্যের সঙ্গেই কতকটা নিজের মিল খুঁজে পেয়েছেন।রাজ্যের গর্ব দেশের গর্ব কার্তিক দাস বাউল বঙ্গ লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের একটি ধারাকে সংরক্ষিত করার কাজের লক্ষ্যে 'ভিক্ষার ঝুলি' হাতে বেরিয়েছেন।এভাবেই চলতে চলতে তিনি যখন ঝুলি হাতে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের দ্বারস্থ হলেন তখন 'মমতাময়ী' মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কিন্তু হতাশই করলেন।মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তাঁকে কার্যত শূন্য হাতে ফিরতে হলেও অবশ্য তাঁর কাজ থেমে থাকেনি।তবে, বঙ্গীয় শিল্প–সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক যে মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে ২০১৫ সালে শিল্পীর 'বঙ্গভূষণ' সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেছে সেই মুখ্যমন্ত্রীই কিনা তাঁর কাতর আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় কার্তিক দাস বাউল কার্যত হতবাক হয়ে গিয়েছেন।

বাংলার লোকসঙ্গীত জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই শিল্পী ১৯৫১ সালে বীরভূম জেলার লাভপুর থানার ধনডাঙা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর বাবার নাম কুমারীশ দাস।মায়ের নাম সোহাগীদেবী।তাঁদের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে কার্তিক দাস বড়ো

লাভপুরে নির্মীয়মাণ বাউল আকাদেমির সামনে কার্তিক দাস বাউল

সন্তান।গ্রামের স্কুলেই তাঁর প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা লাভ।পরবর্তীতে পুনিয়ারা জুনিয়র হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা।তারপরই প্রথাগত লেখাপড়ায় ইতি টেনে কবিয়াল পিতার কাছে গানবাজনার তালিম নিয়ে একটু একটু করে তিনি নিজেকে সঙ্গীত জগতে মেলে ধরতে থাকেন।তিনি পরবর্তীতে সুবল চক্রবর্তী এবং পরমব্রহ্ম বিষ্ণুর কাছে পর্যায়ক্রমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন।সবশেষে জগদ্বিখ্যাত শিল্পী পূর্ণদাস বাউলের কাছে বাউলের দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি।একসময় কার্তিক দাস বাউল বাসন্তীদেবীর সঙ্গে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ আমিষভোজী রূপেই তিনি সংসার ধর্ম পালন করে চলেছেন।তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে।ছেলেও বাবার সঙ্গে সঙ্গীতজগতেই পা রেখেছেন।

১৯৭১ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কার্তিক দাসের বাউল গান প্রথমবার সম্প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই তাঁর নাম দেশ–বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাংলার এই অমূল্য সম্পদ বাউল গান নিয়েই তিনি দীর্ঘদিন ধরে দেশ–বিদেশে ঘুরছেন। বিদেশের মাটিতে সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে গিয়ে সেদেশের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত সম্রাট আবদুল আলির সঙ্গে একত্রে বাউল গান পরিবেশন করেছিলেন। ১৯৮৭ সালে রেডিয়ো ফ্রান্সের আমন্ত্রণে প্যারিসে পা রাখেন। তারপর ২০১৩ সালে চিন এবং ২০১৫ সালে মিশরে গিয়ে বাউল গেয়ে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এবার তিনি দেশের এই অমূল্য সম্পদ বাউল গানের ঐতিহ্যের ধারা সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 49, 23 September - 29 September, 2023

উত্তরের আঙিনায়

গণেশ চতুর্থী, সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনায় মাতল শহর

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : গণেশ চতুর্থী, শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে আজ ধুমধাম করে গনেশ পূজোর সূচনা হলো। বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়িতে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে গণেশ পুজো। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট সহ বিভিন্ন জায়গায় গনেশ চতুর্থীর শুভারম্ভ হয়। সিদ্বিদাতা গনেশের পূজো উপলক্ষে শিলিগুড়ি শহর উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। গণেশ পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, প্রায় প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপে প্রতিদিনই ভোগ প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সেই প্রসাদ নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যায়। কোথাও পোলাও,

কোথাও খিচুড়ি, কোথাও সুজি, হালুয়া মিষ্টান্ন ফল প্রসাদ দেওয়া হয়। থাকে। গত চার বছর ধরে গণেশ পূজো শিলিগুড়িতে বৃহৎ উৎসবের রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ গুলি রংবেরঙর আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট সংলগ্ন গণেশ পুজো। প্রতিবছরের মতো এ বছরও এই পুজোটি বিগ বাজেটের। এছাড়া পুজোর দিনগুলোতে থাকছে বিভিন্ন কর্মসূচি। আজ সকাল থেকে বিভিন্ন মিষ্টির দোকানগুলিতে ছিল ক্রেতাদের লম্বা লাইন, সিদ্ধি দাতা গণেশকে লাড্ডু মোদক দেওয়ার জন্য দোকানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছেন ক্রেতারা। গণেশ পূজোর আনন্দে ভাসছে গোটা শহর।

পাঁচ টাকার বিনিময়ে দুপুরের আহার

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : রবীন্দ্রনগর নিউ বালক সংঘের উদ্যোগে দুঃস্থ নাগরিকদের প্রতি মাসের ১৭ তারিখ মাত্র ৫ টাকায় দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক মাসের মত চলতি মাসেও ১৭ তারিখে পাঁচ টাকার বিনিময়ে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করেন উদ্যোক্তারা।

৫ টাকায় ডাল, ভাত, ডিম, সবজি, ভাজা, চাটনি এবং মিষ্টি ছিল এদিনের আহারের মেনু । এই মহৎ কাজে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র

গৌতম দেব। মাত্র ৫ টাকায় এত কিছু খাবার খেয়ে খুশি সকলে। মেয়র নিউ বালক সংঘের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

আসন্ন শারদোৎসব প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে আসন্ন শারৎদোসবের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। দীনবন্ধু মঞ্চে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তা ও প্রশাসনিক অধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো অন্যান্য পুরকর্তারা।

বৈঠক শেষে মেয়র জানান পুজোর আগেই শহরকে সাজিয়ে তোলা হবে। ট্রাফিক ব্যবস্থার ব্যাপারেও বিশেষ জোর দেওয়া হবে। মোহনবাগান অ্যাভিনিউকেও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হবে। এছাড়া মহানন্দা নদীকে দূষণমুক্ত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৩ সেপ্টেম্বর — ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : ভ্রমণে বিপত্তি ঘটতে পারে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। মান–সম্মান হানি। স্বাস্থ্য হানি ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে সাফল্য। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি।

প্রতিকার : অনন্ত মূল ধারণ করুন।

বৃষ রাশি : মামলার ফল নিষ্পত্তিতে বিলম্ব সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলাচল করুন। স্বজনের আচরণে মনোবল বৃদ্ধি। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশ। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। ব্যবসায়ে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে।

প্রতিকার : সাদা বস্ত্র পরিধান করুন।

মিথুন রাশি : ফাটকা অর্থ বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। বেকারদের নতুন কর্মের সুযোগ আসতে পারে। প্রিয়জনের আচরণে মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। জমি–বাড়ি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : সবুজ ঘাস গরুকে খাওয়ান।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। ঈশ্বরের পরীক্ষায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : অনাথদের দই ভাত খাওয়ান।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। প্রশাসনিক স্তরে উচ্চপদ প্রাপ্তির সম্ভবনা। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। পারিবারিক কারণে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। উচ্চ থেকে পতনের সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গেরুয়া রং–এর বস্ত্র পরিধান করন।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে উদাসীনতার দরুন বিপত্তি হতে পারে। কর্মোন্নতিতে বাধা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। জমি–বাড়ি ক্রয় করার ক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশের পুজো করুন।

তুলা রাশি : গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। দাম্পত্য কলহের অবসান। অংশীদারী ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল নাও পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম না করলে বিপত্তি ঘটতে পারে।

প্রতিকার : নারায়ণের পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে, অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। অপ্রিয় সত্য দুঃখের কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : হনুমান মন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের ব্যবহারে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে অশান্তি হলেও তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কর্ম নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য। শারীরিক–মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি। আয়ের সুযোগ আসতে পারে। ঋণ নেওয়ার সুযোগ এলেও তা বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কেশরের টিপ পরুন।

মকর রাশি : উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য বিলম্বে। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গ থেকে আর্থিক সাহায্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : নীল বস্ত্র পরিধান করুন।

কুম্ভ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি এবং বহু অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। শারীরিক ধাতু বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতি। ছলনাময়ী নারী থেকে সাবধান।

প্রতিকার : শিবকে অপরাজিতা ফুল দিয়ে পুজো করুন।

মীন রাশি : সঞ্চিত অর্থে ব্যয় বৃদ্ধি। তীর্থ ভ্রমণে আগ্রহ। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিড়ম্বনা।

প্রতিকার : মিষ্টি দিয়ে মন্দিরে পুজো দিন।

কাজের খবর

প্রাথমিকে চাকরির ডিএলএড কোর্সে ভর্তির শেষ তারিখ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার সরকার অনুমোদিত ও সরকার পোষিত আর বেসরকারি ৬৫৬টি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে 'ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডিএলএড) কোর্সে (সেশন ২০২৩–২০২৫) ভর্তির যে খবর বেরিয়েছিল, তার অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে। এনসিটিই'র অনুমোদিত ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের স্বীকৃত এই কোর্সে ২ বছরের। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তপশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১.৭.২০২৩ সালের হিসাবে ৩৫ (তপশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী হলে ৪০) বছরের মধ্যে। এই কোর্স পাশ করলে প্রাইমারি টিচার ও স্কুল সার্ভিসের আপার প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ নম্বর পাবেন। সীট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ৫০টি করে। তবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সীট ১০০টি করে। পড়ানো হবে বাংলা, অন্যান্য মাধ্যমে। মোট সীট প্রায় ৪৬ হাজারের বেশি।

অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছিল ১৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৮ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ডিএলএড কোর্সে ভর্তির শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইটেwww.wbbpe.org, http://wbbprimaryeducation.org. আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

প্রাইমারি টেটের বিজ্ঞপ্তি পুজোর আগেই, পরীক্ষা ডিসেম্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবছর টেটের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি পুজোর আগেই বেরোনোর সম্ভাবনা। এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর সূত্রে। ঠিক সময়ে বিজ্ঞপ্তি বেরোলে প্রাইমারি 'টেট' নেওয়া হতে পারে এবছর ডিসেম্বর। সম্ভবত ১০ কিংবা ১৭ ডিসেম্বর পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিক্ষামন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, এবার থেকে 'টেট' পরীক্ষা প্রতি বছরই নেওয়া হবে। আপাতত ১০ বা, ১৭ ডিসেম্বর 'টেট' পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তোড়জোড় চালু করেছে। আদালতের নির্দেশ ও এনসিটিই'র নিয়মানুযায়ী প্রতি বছরই 'টেট' দিতে হবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দ্রুত বিজ্ঞপ্তি বের করে পরীক্ষা নিতে চায়।

স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রাইমারি 'টেট'এর বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর সম্ভাবনা আছে। এই পরাক্ষীয় শুধুমাত্র ডিএলএড প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। প্রাইমারি 'টেট'এর প্রশ্ন গতবারের মতোই হবে। সিলেবাস বদল হচ্ছে না। তবে প্রশ্নের ধরন একটু বদলাবে। অর্থাৎ, শুধু মুখস্ত করে গেলে হবে না, বিষয়টি সম্বন্ধে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকা দরকার। তা না হলে সঠিক উত্তর লিখতে অসুবিধা হবে। এবছর ১১ আগস্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু ও বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া'র ডিভিশন বেঞ্চ এক রায়ে জানান, প্রাথমিকে চাকরির জন্য শুধুমাত্র ডিএড বা ডিএলএড পাশরাই সুযোগ পাবেন। বিএড পাশরা প্রাথমারিতে যোগ্য নন। এই রায়ের ফলে প্রাথমিকে ২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া ধাক্কা খেল।

২০২২ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১১,৭৬৫টি শূন্যপদের জন্য প্রায় দেড় লাক প্রাইমারি 'টেট' পাশ প্রার্থী আছেন। এরমধ্যে প্রায় ৯৫ হাজার বিএড পরীক্ষা প্রার্থী এই সুযোগ থেকে পঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৭ সালের প্রাইমারি 'টেট'এর যে ইন্টারভিউ হল (যার ফল শিগগিরই বেরোনোর কথা ছিল), তাতেও কয়েক হাজার বিএড পাশ প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, তাঁরাও এই সুযোগ হারিয়েছে। ২০১৪ ও ২০১৭ সালের প্রাইমারি 'টেট'এর চূড়ান্ত ফল বের করতে একটু সময় লাগবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কামাল হোসেন জানান, অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন হতে পারে, যে ২০১৪৫ ও ২০১৭ সালের নিয়োগ শেষ না করে কীভাবে ডিসেম্বরে প্রাইমারি 'টেট' হবে? রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এনসিটিই সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের কাছে প্রাইমারি 'টেট'এর ২০১৪ ও ২০১৭ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত চিঠি দিলেই নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। অন্যদিকে, যাঁরা বহুদিন ধরে ডিএলএড করে বসে আছেন, তাঁদের কথা ভেবে আর এনসিটিই'র নির্দেশ অনুযায়ী নতুন 'টেট' নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এবারের 'টেট'এ পেডাগগির ওপর বেশি জোর দেওয়া হবে।

এসএসসি'র মাধ্যমে ১২ হাজার গ্রুপ ডি রাজ্য সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা : অনেকদিন ধরেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ ডি পদে শূন্যপদ পড়ে আছে। এবার প্রায় ১২ হাজার শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি বেরোচ্ছে। এই পদের প্রার্থী বাছাই হবে সদ্য তৈরি পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে। রাজ্য সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশন তৈরির পর সচিব পদে এতকাল কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এবার নিয়োগের কাজ চটপট সারতে নতুন সেক্রেটারি নেওয়া হল। ৩১ আগস্ট রাজ্য কর্মীবর্গ দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান (No. 1202-PAR (WBCS)/1D-203/2023) সদ্য তৈরি পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেশন কমিশনের 'সেক্রেটারি কা কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন' নিয়োগ করা হয়েছে ১৯৯৬ সালের ডব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) ব্যাচের সৌমজিৎ দেবনাথকে। খুব শিগগিরই বাঙালি চেয়ারম্যান নিয়োগ ও ৫ সদস্যের কমিটি তৈরি হবে। তারপরই নিয়োগের তোড়জোড় হয়ে যাবে ও নতুন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। নতুন অফিস তৈরি হয়েছে ইকো পার্কের কাছে হিডকো ভবনে। কর্মীবর্গ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ১২ হাজার গ্রুপ ডি পদের জন্য এবার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে। ক্লাস এইট পাশ বা মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও বাংলা ভাষার দক্ষতারও টেস্ট হবে।

৬০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : এন টি পি সি লিমিটেডের ফারাক্কা রিজিওন্যাল লার্নিং ইনস্টিটিউট গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ও ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৬০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডে আবেদনের যোগ্য।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেট্রনিক্স ও সিভল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৩০টি।

ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৩০টি।

দুই ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১–৪–২০২৩এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করতে হবে ১–৪–২০২১ বা তারপর।

আগ্রহী প্রার্থীরা অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : www.nats.education.gov.in

যাদুঘরে কর্মী নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ৩টি শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যাদুঘর কর্তৃপক্ষ। তিনটি পদের মধ্যে দুটি অসংরক্ষিত অর্থাৎ আবেদন করতে পারবে সবাই। আর একটি পদ ওবিসি–১ ক্যাটাগরির জন্য সংরক্ষিত। আবেদন করবেন ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কেবল মাত্র রেজিস্টার্ড পোস্ট বা স্পিড পোস্ট মারফৎ। শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকরির অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত নথি সমেত আবেদন ও 'সিভি' পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় : দ্য ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ২৭ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা– ১৬। ২৭ সেপ্টেম্বর আবেদন পত্র জমা পড়লে তা গ্রাহ্য হবে না। পুরোপুরি বারো মাসের চুক্তি ভিত্তিক কাজ । কাজে দক্ষ হলে চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়তে পারে বলে কর্তৃপক্ষ জানান। ইয়ং প্রফেসনাল পদে ওবিসি–ব ক্যাটাগরি চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। ১ বছরের অভিজ্ঞতা সহ এমসিএ ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের বিসিএ ডিগ্রি অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতা সহ কম্পিউটার সায়েন্স জানতে হবে। যাদুঘরের কাজে অভিজ্ঞতা থাকা চাকরি প্রার্থীর অগ্রাধিকার। মাসিক মাহিনা ৩৫,০০০ টাকা। এছাড়া বহু জাতিক সংস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারি বা রাজ্য সরকারী বা স্বশাসিত সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাকরি প্রার্থীর অগ্রাধিকার। ভালো কমিউনিকেশন স্কিল ও যাদুঘরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারে ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকার ও হিমাচল প্রদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এসজেভিএন লিমিটেড জুনিয়র ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার পদে ১৫৫জন লোক নিচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। কোন পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, শূন্যপদ, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি পাবেন এই ওয়েবাইটে। www.sjvn.nic.in দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

উন্নততর স্বাস্থ্যে বিজ্ঞানের প্রভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নততর বিভিন্ন পদ্ধতি যা সুস্থ রাখবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিষয়ে তথ্য এবং আলোচনা নিয়ে হাজির হয়েছিল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সঙ্গে ছিল ক্যালকাটা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আলোচনা সভার শুরুতেই বণিক সভার সভাপতি নমিত বাজোরিয়া স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে চিকিৎসা বিষয়ক অগ্রগতি এবং তার নতুন নতুন প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেন। এরপর এনসিসিআইয়ের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল বর্তমান পরিস্থিতির উপরে স্বাস্থ্যের উন্নতি কিভাবে করা যায় তার রূপরেখা আঁকেন সভাকক্ষে। সিএমআরআই এবং সি কে বিড়লা হসপিটালের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সোমব্রত রয় চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁদের এই সংস্থা কিভাবে মানুষের হয়ে কাজ করে চলেছে এবং তাদের আরও ভবিষ্যৎ ভাবনা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ছে তা নিয়ে আলোকপাত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সর্বদাই ভেবেছেন কীভাবে একেবারে নিচু তলার লোকেদের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। সে কারণে কোভিডের

সময়ও আমরা সকলের কাছে ওষুধ পৌঁছে দিতে বা চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত চলছে তা হচ্ছে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা নির্দ্বিধায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাতেও করাতে পারছে। তিনি আরও বলেন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলি রয়েছে সেগুলিকে আরও উন্নতমানের পরিষেবায় যুক্ত করা হবে খুব শীঘ্রই। এছাড়াও টেলি মেডিসিন প্রকল্প খুবই ফলপ্রসু হয়েছে সেটিকে আরও উন্নত মানের করে তোলবার পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি। টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে একেবারে ঘরের সামনে ডাক্তারি পরিষেবা এবং ওষুধ পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পায়ে পা মিলিয়ে আমরাও এগিয়ে চলেছি তার প্রমাণ হলো রোবোটিক চিকিৎসা। খুব শীঘ্রই রোবোটিক চিকিৎসা বিভিন্ন হাসপাতালে শুরু হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। এরপর সাংবাদিকদের একান্ত সাক্ষাৎকারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই সব ডিএমদের সাথে এবং জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের সাথে মিটিং হয়েছে এবং উপযুক্ত দিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ডেঙ্গু পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে পারবে সরকার।

সিএমআরআইয়ের বেরিয়াট্রিক এবং হার্নিয়া সার্জেন ডাঃ সরফারজ জালিল বেইজ তাঁর ভাষণে বলেন, সব রোগের মূল উৎস এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমান অবস্থায় তা হলো স্থূলতা। এছাড়াও অনিদ্রা জনিত রোগ। অনিদ্রা থেকেও স্থূলতার পরিণতি হচ্ছে মানব জীবনে। স্থূলতা শুধুমাত্র হাঁটলে বা খাবরের বৈষম্য বজায় রাখলে কমবে না। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে স্থূলতা জিন ঘটিত একটি সমস্যা। তাই আধুনিক চিকিৎসা এই স্থূলতা কমানোর জন্য বেরিয়াট্রিক অপারেশনের ব্যবস্থা নিয়েছে। যেখানে পাকস্থলী সেলাই করে ছোট করে দেওয়া হয় যা শুধুমাত্র পেটে গর্ত করে বা মুখের মধ্যে দিয়ে এই অপারেশনটা করা সম্ভব। পাকস্থলী বেধে দিলে খাওয়ার ইচ্ছা বা খাওয়া কমে যায় এবং আস্তে আস্তে স্থূলতা হ্রাস পায়। সমস্যা বুঝে ডাক্তারদের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন এই অপারেশনের কথা এখনও তেমনভাবে প্রচলন হয়নি আমাদের ভারতে। তবে প্রচলন হলেই মানব জীবনের মঙ্গল হবে।

সিএমআরআইয়ের অর্থপেডিকের ডিরেক্টর ডাঃ রাকেশ রাজপুত বলেন হাঁটু সমস্যায় সকলেই জর্জরিত ইদানিং কালে। অপরেশনের ভীতিতে অনেকেই বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে চলেছেন। যদিও সবসময় অপারেশনের প্রয়োজন হয় না ডাক্তারদের পরামর্শে অপারেশন প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই করে নেওয়া প্রয়োজন। তবে তিনি এও বলেন, ডাক্তাররা হয়তো অনেক সময় অনেক বেশি আশা দেখিয়ে দেয় যদিও সব সময় হাঁটু অপারেশনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফল আশা জনক। সবশেষে বণিক সভার পক্ষ থেকে সরোজিৎ মিত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা শেষ করেন এবং আহ্বান করেন যাতে কাউকেই ডাক্তারের কাছে এবং হাসপাতালে যেতে

শব্দবার্তা ২৬৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অন্যায় বিচার ৪। বরুণদেব ৫। কিছু, অল্পবিস্তর ৭। এর ভয়ে মানুষ পুণ্য করে ৯। নানাবিধ ১০। দেখাশোনা বা পরিচালনা।

উপর–নীচ

১। তরজমা ২। চন্দ্র, চাঁদ ৩। বৃত্তি বা পেশা ৬। শহরের উপকণ্ঠ ৭। অন্যের অভিপ্রায় ৮। সৈন্য, ফৌজ।

সমাধান : ২৬৪

পাশাপাশি : ২। আকাশপাতাল ৫। শমসের ৭। হরেক ৯। ডবল ১০। ভাগ্যরেখা ১২। নরমগরম।

উপর–নীচ : ১। অনিশ ৩। কার্যারম্ভ ৪। তাইরেনাইরে ৬। মনসবদার ৮। বিভাকর ১১। খারল।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ভাঙাচোরা রাস্তায় হোঁচট খাচ্ছে গ্রাম থেকে শহর

৩০ বছরের রাস্তা এখন কাঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ঘোলাডহরার শেষ প্রান্ত ভদ্রির মুখ থেকে, আমতলা মাদ্রাসা পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ৩০ বছরেও পাকা হল না। ভদ্রি গ্রামের বাসিন্দা বদরুদ্দোজা লস্কর বলেন, ত্রিশটা বছরে পাঁচ প্রধান এলো আর গেল, বারবার পঞ্চায়েতে জানিয়েও কোন কাজ হলো না। এক

পশলা বৃষ্টি হলে হাঁটা তো দূরের কথা ওই রাস্তার দিকে তাকানো যায় না। আমতলা গ্রামের বাসিন্দা শফিউল্লাহ লস্কর জানান, ভোট চাইতে আসলে তো লজ্জা লাগবে তাই জোর করে সব ভোট করিয়ে নিয়েছে। কেউ তো আমাদের নির্বাচিত নয় তাই আমরাও কাউকে বলতে পারছি না, রাস্তা করে দাও। তবুও এমএলএ সাহেব কে জানানো হয়েছে। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেভাবে হোক ওই রাস্তাটুকু আমরা করে দেব। প্রধান আখচার মন্ডলকে ফোন করলে বলেন, আমরা সবেমাত্র প্রধানই পদে বসেছি। রাস্তার ফাণ্ডে টাকা আসলে অবশ্যই ওই রাস্তার কাজ আমরা করে দেব।

৭ বছরের পিচের রাস্তা এখন চাষের জমি

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্যানিং ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত কাছারি ঘাট থেকে মধুখালী বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তা পিচ ওঠা গর্তে ভরা জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।

সারাদিনে এই রাস্তা দিয়ে ৫ থেকে ১০ হাজার মানুষ আসা-যাওয়া করে। আগে মানুষের বাস চলাচল করত বেহাল রাস্তায় আজ বাস আর চলছে না। নিত্যযাত্রীরা অসহায় অবস্থায় অটো টোটো ট্রেকারে ডবল ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করেন। তিনটে প্রাইমারি স্কুল ও একটা হাই স্কুল আছে। আছে এসএসকে, আইসিডিএস। এইসব স্কুলের পড়ুয়ারা চরম বিপদের মুখে। বারবার উপরে মহলে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি।

কাছারি ঘাটে গ্রামের বাসিন্দা সেলিম মোল্লা বলেন, সাত বছর আগে এই রাস্তার কিছু কাজ হয়েছিল, তারপর থেকে আর কোন কিছু হয়নি। এই রাস্তা এখন চাষের জমি। মধুখালী বাসস্ট্যান্ডের বাসিন্দা মিলন মন্ডল বলেন, আমাদের জন্মে মনে হয় রাস্তা আর হবেনা। প্রধান সুতপা নস্করকে আগে আমরা বলেছিলাম যে উপর মহলে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করে দিতে। কোন কর্ণপাত করেননি। এখন বর্তমান উপপ্রধান ইন্দ্রজিৎ সর্দার আমরা বলেছি যেভাবে হোক আমাদের চলাচলের রাস্তাটা একটু সারাই করে দেওয়া হোক। উনিও বলেছেন আমরা উপর মহলের সঙ্গে কথা বলছি, প্রশাসন লেভেলে যেভাবে হোক রাস্তাটা সারাই করে দিতেই হবে। স্থানীয় বিধায়ক ফোনে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি, ওই রাস্তা যেভাবে হোক সারাই করে দেব। অনেকদিন থেকে ওই রাস্তাটি ওই বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। আশা করছি পূজার পর বাস চালানোরও ব্যবস্থা করে দেব।

খানাখন্দে ভরা বিপদের পথেই যাতায়াত বাঁশড়াবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাস্তা না নদী? দেখে বোঝার উপায় নেই।দু-একটি টোটো-অটো চলাচল করলেও জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়।এছাড়াও রাস্তা খারাপের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। বর্তমানে রাস্তার এমন বেহাল দশার জন্য এলাকার মানুষজন পায়ে হেঁটেই চলাচল করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'পথের দাবী থেকে বেতবেড়িয়া (ঘোলা) স্টেশন পর্যন্তপ্রায় দেড় কিমি রাস্তা রয়েছে এমন অবস্থায়।

আবার অপর দিকে রয়েছে ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশন। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিনই পথের দাবী, বিদ্যাধরী পল্লি, শক্তি পল্লি, প্রতাপগড়, সংগ্রামী নগর, হরেন্দ্র পল্লি এলাকার সাধারণ মানুষজন সহ ৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, এলাকার ৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ সংগ্রাম নগর হাই স্কুল ও হরিহর মহাবিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে। এলাকার মানুষের দাবী, রাস্তাটি প্রায় ৭ বছরের অধিক সময় জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সংস্কার

হয়নি। প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। গর্ভবতী মায়েদেরকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে নাভিঃশ্বাস ওঠে।স্কুলের কচিকাঁচারা স্কুলে যেতে গিয়ে অনেক সময় রাস্তার খানাখন্দে পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে। এছাড়াও দিনের বেলায় যদিও বা কয়েকটি টোটো-অটো চলাচল করে, সন্ধ্যা হলেই আর দেখা মেলে না। অগত্যা এলাকার মানুষজন পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেন। এলাকাবাসীদের দাবী, 'বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য বিভিন্ন ভাবে দরবার করেও সুরাহা মেলেনি। অথচ বর্তমানে বিভিন্ন ছোটবড় রাস্তার পাশে শোভা পাচ্ছে ''পথশ্রী'' বোর্ড। ভাবতে অবাক লাগে!কেউ যদি জেগে ঘুমায়,তাকে ঘুম ভাঙানো খুব মুশকিল।' রাস্তার এমন বেহাল দশা প্রসঙ্গে বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাগরিকা হালদার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, 'রাস্তাটির বেহাল দশা সম্পর্কে আমরা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস কে জানিয়েছি।আশা করি খুব শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

অন্যদিকে এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অধীর আগ্রহে চাতকের মতো তাকিয়ে কবে তাদের যাতায়াত সমস্যার সুরাহা হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিদ্যালয় পরিদর্শক ঘেরাও নথি লোপাট

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং সার্কেলের ডেপুটি সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী ডি, দত্তকে গত ৩০শে আগস্ট প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি ঘেরাও করেন। ঘেরাও এর নেতৃত্ব করেন উত্তর মাখালতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসওকাত আলি লস্কর, ক্যানিং নিউ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী কল্পনা মজুমদার এবং শ্রীমতী রাধা পাল।

ঘেরাওকারীদের অন্যতম দাবী ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা। মাসিক রিটার্ন এবং কাজে যোগদানের কাগজ পত্র না দেখেই সদ্য কাজে নিযুক্ত সমস্ত সংগঠক শিক্ষকদের বকেয়া বেতন দেবার ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। জানা গেল, হাইকোর্টের নির্দেশেই ঐসব বিদ্যালয়ের সংগঠক শিক্ষকদের গত জানুয়ারী মাস থেকে বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু ঘেরাওকারীদের চাপের ফলে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী ডি, দত্ত হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ঘেরাওকারীদের মাহিনার বিলে সহি করতে বাধ্য হন।

অভিযোগে প্রকাশ, ঘেরাও এর সময় বারুইপুর সার্কেলের হরিমল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরেন্দ্র নাথ নস্কর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির হাইকোর্ট কেসের যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে সরে পড়েন।

৭ম বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, ৫ই আশ্বিন ১৩৮০, শনিবার

পাথরপ্রতিমায় উদ্ধার বিশাল পাহাড়ি পাইথন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাছের ফিসারিতে ধরা পড়ল বিশাল আকৃতির পাহাড়ি পাইথন সাপ। ১৩ ফুটের বিশাল পাইথন সাপ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমায়। উপেন্দ্র নগরের বাসিন্দা শংকর সামন্ত নিজের ফিসারিতে মাছ ধরার জন্য জাল পেতেছিলেন। রাতে জাল তুলতে গিয়ে হঠাৎই নজর পড়ে যায় পাহাড়ি পাইথনের দিকে। তিনি দেখেন ফিশারির পাড়ে শুয়ে রয়েছে বিশাল আকৃতির এই পাইথন দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন শংকরবাবু। নিজেকে কিছুটা সামলানোর পরেই তিনি চিৎকার করতে থাকেন। আশে পাশের মানুষজন যখন ফিশারির কাছে আসেন তারাও তেরো ফুটের এই পাইথন সাপকে দেখে ভয় পেয়ে যান। গ্রাম্য ভাষায় এই পাইথন সাপকে অনেকে ময়াল সাপ বলে জানেন। কিন্তু সুন্দরবনের এই নদীমাতৃক এলাকায় কিভাবে আসল এই সাপ? স্থানীয় মানুষজন ও

বনদপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, পাহাড়ি এলাকা থেকে আসা কোনো পণ্যবাহী গাড়িতে হয়ত সাপটি চলে এসেছে। এরপর নদীমাতৃক এলাকায় ধীরে ধীরে সে মানিয়ে নিয়েছে। নিজের খাবার শিকার করতেই সে ওই ফিসারির পাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান। ১৩ ফুটের এই বিশাল পাইথনকে দেখতে রাতে ফিসারির পাড়ে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। ঘটনাস্থলে আসে বনকর্মীরা। রাত ১১ থেকে শুরু হয় পাইথনকে জালবন্দি করার কাজ। অবশেষে সাহস নিয়ে বনকর্মীরা স্থানীয় মানুষজনের সহযোগিতায় ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় ১৩ ফুটের পাইথন অর্থাৎ ময়াল সাপকে জালবন্দি করেন।

কনস্টেবল গ্রেপ্তারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার রামপুরহাট থানার কনস্টেবল মনজিত বাগীশ। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার মনজিত বাগীশ দেড়বছর ধরে রামপুরহাট থানায় কর্মরত কনস্টেবল ছিল। তার আগে ছিল হাওড়া থানায়। দুর্নীতি দমন শাখার কর্তারা তাকে ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতেই গ্রেফতার করে নিয়ে চলে যায় কলকাতা। জানা গেছে তার সম্পত্তির পরিমান ৭৬ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ও দশ লক্ষ টাকার জীবনবিমা।

সবার জন্য শিক্ষা 'বিদ্যা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : এটা একটি কেন্দ্রীয় ভিত্তিক শিক্ষা মডেল যেখানে একজন শিক্ষক-শিক্ষিকারা অক্ষর সাথী হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রদান করেন। নাম দেওয়া হয়েছে বিদ্যা। সারা ভারতবর্ষে জুড়ে শুরু হয়েছে এই শিক্ষা দান। সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতায় করছেন শেখর মেহতা ও রোটারি ইন্ডিয়ান লিটল এক্সি মিশন।

ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে। আমাদের ব্লকে সমস্ত প্রধান উপপ্রধানদের আমরা জানিয়ে দেবো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি যেন গ্রহণ করেন প্রতিটি বাড়ি বাড়ি। এক ভালো উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। রোটারি ইন্ডিয়ান লিটল এক্সি মিশন ফিল্ড অফিসার আমান মোল্লা বলেন মাধ্যমিক পাস ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস মহিলা ও পুরুষ মিলিত ভাবে ৬০টি ক্লাসের মাধ্যমে সর্বাধিক ৪০ জনের একটা দলকে নিয়ে ক্লাস শুরু করতে পারেন। সেই সকল বেকার ছেলে মেয়েদের কে মাথাপিছু ২০০ টাকা করে ৬০টি ক্লাস কমপ্লিট করলে তাদেরকে দেওয়া হবে। মূলত এরা অক্ষর সাথী হবেন। অক্ষর সাথীরা কোর্স শেষে একটি সংশাপত্র পাবেন। পড়ালেখা করানোর জন্য যা কিছু লাগবে সব আমাদেরই আরআই এলএম-এর তরফ থেকে দেওয়া হবে। রোটারির কর্ণধার শেখর মেহতা বলেন, আমরা চাই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্বাক্ষরতা কর্মসূচিকে সফল করতে। আমাদের লক্ষ্য বিদ্যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাক্ষর ভারত গড়া। শিক্ষা জাতিকে পথ দেখা নতুন রূপে।

খাল দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ বেসরকারী স্কুলের বিরুদ্ধে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা থানার অন্তর্গত হেলেঞ্চায় খালের জমি দখল করে একটি বেসরকারি স্কুলের অবৈধ নির্মাণের কাজ চলছে বলে অভিযোগ উঠল হেলেঞ্চা বিদ্যাসাগর মডেল হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ত্রিতল বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৯০০ জন। সম্প্রতি স্কুলটির চতুর্থ তল নির্মাণের কাজ শুরু। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই চতুর্থতল নির্মাণের কাজটি সম্পূর্ণ অবৈধ। তাদের দাবি, প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই চলছে নির্মাণ কাজ। বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বাসিন্দা তমাল বিশ্বাসের অভিযোগ, 'এখানে একজন মনীষীর নামে এরকম ব্যবসাকেন্দ্রিক একটি স্কুল খোলা হয়েছে। সম্পূর্ণ বেআইনী নির্মাণের মাধ্যমে খাল দখল করে কংক্রিট বানিয়ে স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ

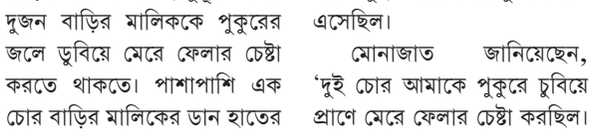

জানিয়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছি। কারণ এখন যে চারতলা হচ্ছে। আমরা জানি যে, চারতলা পারমিশন লোকাল প্রশাসন দিতে পারে না। সেই লোকাল প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে এখানে যে চারতলা নির্মাণ হচ্ছে তাতো একেবারে খালের পাড়ে। যে কোনও মুহূর্তে যদি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, তাহলে ছাত্রছাত্রী সহ পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের প্রাণহানি ঘটে যেতে পারে। আমরা হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত, বিএলআরও, বাগদা বিডিও, বাগদা থানা এসবখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত প্রধান এই অনুমতি দিতে পারে না। ইতিমধ্যে তিনতলা সম্পূর্ণ হয়েছে। চার তলার কাজ চলছে। এবং যা সম্পূর্ণ বেআইনি। একটা খালের পাশে চারতলা বিল্ডিং প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কখনওই করা যায় না।' এ বিষয়ে বাগদা বিএলআরও নির্মল কুমার হালদার জানান, 'আমরা এই মর্মে একটা অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগ খতিয়ে দেখছি। যদি বেআইনি হয়, তাহলে আমরা ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তা জানাব এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেব।'

তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ বে-আইনি নির্মাণের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি খাল দখল করে নির্মাণ করছি না। খালের থেকে ছয় ফুট জমি ছেড়ে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছি। আমার সমস্ত কাগজপত্র আছে। আমি চতুর্থ তল নির্মাণ করছি না। উপরে খালি দুটো রুম হচ্ছে। একটি কমপিউটার ও অন্যটি লাইব্রেরি রুম। আমাদের এই স্কুলে প্রায় নয়শো বাচ্চা আছে। এছাড়াও আমার স্টাফ রয়েছে ঊনপঞ্চাশ জন। ব্যক্তিগত হলেও এটা একটা কমিটি নিয়ে গঠিত। যদি অবৈধ নির্মাণ প্রমাণিত হয়, আমি স্কুল বন্ধ করে দেব। এটা শুধু ব্যক্তিগত শত্রুতা।' হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, 'এ বিষয়ে আমি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত হবে, এবং যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে খালি হাতে চোরকে পাকড়াও

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সোমবার গভীর রাতের ঘটনা। হাতের আঙুল কেটে নিলেও পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে খালি হাতে চোরকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন এক গৃহস্থ বাড়ির মালিক মোনাজাত শেখ। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের পাঙ্গাশখালি গ্রাম সংলগ্ন গোবরামারি এলাকায়। কামড় দিয়ে হাতের আঙুল কেটে নেওয়ায় গুরুতর জখম হয়েছেন মোনাজাত। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ খটখট শব্দ শুনেই ঘুম ভেঙে যায় মোনাজাতের। খুব সাবধানে গ্রীলের দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন বাড়ির উঠানে কয়েকজন চোর ঘোরাঘুরি করছে। মুহূর্তে চোর চোর চিৎকার শুরু করেন মোনাজাত। দুজন চোর দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। তারা একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয়। রাতের অন্ধকারে চোরের পিছু নিয়ে দৌড়ে পুকুরে ঝাঁপ দেন মোনাজাতও। পুকুরের মধ্যে দুজন কে জাপটে ধরেন। দুই চোর কোন প্রকারে পুকুর থেকে উঠে পালানোর চেষ্টা করে। আবার অন্য একটি পুকুরে আবার ঝাঁপ দেয়। বাড়ির কর্তাও ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। চোর দুজনের চুলের মুঠি ধরে চিৎকার শুরু করেন বাড়ির মালিক। সেই মুহূর্তে চোর দুজন বাড়ির মালিককে পুকুরের জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে থাকতে। পাশাপাশি এক চোর বাড়ির মালিকের ডান হাতের বুড়ো আঙুলে মরণ কামড় দেয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকলে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। সেই মুহূর্তে এক চোর পালিয়ে যায়। অপর চোরকে পাকড়াও করেন গ্রামবাসীরা। ততক্ষণে অবশ্য বাড়ির মালিকের ডান হাতের বুড়ো আঙুল কামড় দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে চোর। প্রতিবেশীরা বাড়ির মালিককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চোরকে উত্তম মধ্যম দেয়। অন্যদিকে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ক্যানিং থানার অফিসর রেজাউল খাঁ চোরকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে কুলতলি থানার কীর্তণখোলা গ্রামে তার বাড়ি। এদিন দুই সঙ্গীকে নিয়ে চুরি করতে এসেছিল।

মোনাজাত জানিয়েছেন, 'দুই চোর আমাকে পুকুরে চুবিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। পরক্ষণে এক চোর আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলে কামড় দেয়। যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। তবে চোরকে ছাড়িনি। পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। অন্যদিকে এমন ঘটনা এলাকায় চাউর হতেই গ্রামবাসীরা মোনাজাতের সাহসী মনোভাবকে প্রশংসা করেছেন।

স্টেশনে দপ্তরে কাজ করছে হনুমান

নিজস্ব প্রতিনিধি : "বাঁদরের বাঁদরামি দেখছেন" বলে থাকেন মানুষজন। কিন্তু হনুমান যে রেল 'এনকোয়ারি' দপ্তরে ঢুকে চেয়ারে বসে কম্পিউটারের কীবোর্ড হাত দিয়ে কাজ করতে দেখলে হতবাক তো হবেন সকলে। হ্যাঁ এমনই এক ভিডিও মোবাইল বন্দি হলো ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে। বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলস্টেশনে রেলদপ্তরের এনকোয়ারি অফিস। যেখানে দপ্তরের কোনো আধিকারিক তোয়ক্কা না করে হনুমানটি চেয়ারে বসে কম্পিউটার কী বোর্ড হাত দিয়ে ট্রেন আপডেট দেখছে। থেমে থাকেনি এখানেই। নথিপত্র উল্টে উল্টে দেখে সে। একেবারে মানুষের মতো কায়দাতে কম্পিউটারের কি বোর্ডে টাইপ করতে দেখা যায় হনুমানটিকে। হনুমানের এই কর্মকাণ্ডটি তীরের গতিতে ভাইরাল হতে শুরু করে। প্রথমে ফেসবুকে বোলপুর শান্তিনিকেতন নামের একটি গ্রুপে ভিডিওটি পোষ্ট হয়।

হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবাসিক হোটেল ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন সুন্দরবন টুরিষ্ট লজে। এমন ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আবাসিকের হোটেলে জমা দেওয়া পরিচয় পত্র থেকে জানা যায় মৃত যুবকের নাম রাজেশ মন্ডল (২৪)। মৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ ১ পঞ্চায়েতের কাওরাখালি গ্রামে। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ওই আবাসিক লজ থেকে যুবককে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় বছর চব্বিশ বয়সের রাজেশ মন্ডল ও এক মহিলাকে নিয়ে ক্যানিংয়ের সুন্দরবন আবাসিক টুরিষ্ট লজে ওঠে। যুবকের পরিচয়পত্র হোটেলের রেজিষ্টার খাতায় উল্লেখ থাকলেও মহিলার কোন পরিচয় উল্লেখ ছিল না। রাত প্রায় নটা নাগাদ ওই মহিলা হোটেল থেকে জল আনতে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে যায় বলে হোটেল কেয়ার টেকারের দাবী। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে, মহিলা না ফিরে আসায় হোটেলের কেয়ারটেকার ঘরটি দেখতে যায়। সেখানে রাজেশ মন্ডল নামে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বলে আবাসিক হোটেলের কেয়ারটেকারের দাবী।

উল্লেখ্য, আবাসিক হোটেলে পরিচয় পত্র জমা নিয়েই তারপর হোটেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সুন্দরবন টুরিষ্ট লজ (আবাসিক) কর্তৃপক্ষ পুরুষের পরিচয় পত্র জমা নিলেও মহিলার কোন পরিচয় পত্র জমা না নেওয়ায় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, জনসমক্ষে এমন ঘটনা চাউর হতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ওই যুবক আত্মঘাতী হলেন না, তাকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে? এছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন ক্যানিংয়ের বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে দেহ ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে অটো উল্টে জখম ৩ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথচারী এক বয়স্কা বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে অটো উল্টে গুরুতর আহত হলেন ৩ জন অটোযাত্রী।

শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং-গোলাবাড়ি রোডের তাঁতকল মোড় এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন ভারতী রায়চৌধুরী, ক্ষুদিরাম মিস্ত্রী, মনোয়ারা সেখ। গুরুতর জখম অটোযাত্রীরা বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কুলতলির কচিয়ামারা থেকে যাত্রী নিয়ে একটি অটো ক্যানিংয়ে আসছিল। সেই সময় তাঁতকল মোড় এলাকায় এক বৃদ্ধা আচমকা রাস্তার উপর চলে আসে। বৃদ্ধাকে বাঁচাতে অটো চালক মোফিজুল সেখ সজোরে অটোর ব্রেক কষেন। বৃদ্ধাকে বাঁচানো গেলেও মুহূর্তে অটোটি উল্টে যায় রাস্তার উপর।ঘটনায় তিন অটোযাত্রী গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা আহত অটোযাত্রীদের উদ্ধার করেন। আহতদের মধ্যে দুই মহিলা অটোযাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রতিবন্ধকতায় হার না মেনে জীবন সংগ্রামে রত জয়নগরের দিপালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবন্ধকতায় হার না মেনে জীবন সংগ্রামের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ৯০ শতাংশ দৈহিক প্রতিবন্ধী দিপালী চক্রবর্তী। জয়নগর থানার অন্তর্গত চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব গাববেড়িয়া গ্রাম।এই গ্রামেই বসবাস করতেন এলাকার পুরোহিত হৃদয় রতন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী উর্মিলা চক্রবর্তী। পরিবারের দুই ছেলে ও ৫ মেয়ে।পরিবারের মেজো মেয়ে দিপালী। ছোট অবস্থাতেই ৬ বার পোলিওতে আক্রান্ত হয়। বাম হাত,দুটো পা অকেজো হয়ে

যায়। চোখেও কম দেখতে শুরু করে। চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হয়নি। পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে পোলিও রোগের কোন টিকা না থাকায় রোগ আর সেরে ওঠেনি। এমন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দিপালী পড়াশোনা শুরু করে স্থানীয় স্কুলে। সেখানে পড়াশোনার জন্য গেলে স্কুলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা অশোভন আচরণ করতো। এমনকী তাকে বেঞ্চেও বসতে দেওয়া হতো না। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কে নিয়ে তামাশা করতো। এমন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন দিপালী চক্রবর্তী। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা থাকলেও স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয় সে। এরপরেই আধুনিক ও রবীন্দ্র সংগীতের তালিম নিতে শিক্ষক অভয় রায়ের সান্নিধ্যে আসেন। শুরু হয় গান শেখা। রবীন্দ্র সংগীত থেকে আধুনিক গান। পাশাপাশি নিজের হাত খরচের তাগিদে ঠোঙা তৈরি করেন। সেই ঠোঙা বাজারে নিয়ে গিয়ে দোকানে দোকানে দোকানে বিক্রিও করেন।

গানের জন্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি না থাকায় তেমন কিছু আর হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে এককভাবে একদিকে গান শিখিয়ে আর অন্যদিকে ঠোঙা তৈরি করে বাঁচার জন্য জীবন সংগ্রামের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন দিপালী।সকাল থেকে ঠোঙা তৈরি শুরু করেন। বিকালে গান নিয়ে চর্চা শুরু।সেখানে এলাকার ছেলে মেয়েরাও গান শিখতে আসে। তাদের দেওয়া পারিশ্রমিকের টাকায় কোনো রকমে দিন গুজরান। দিপালী দেবীর সাথে কথা বলে যেটা জানা গিয়েছে, প্রতিবন্ধী হিসেবে সরকারি ভাবে মাসিক ১০০০ টাকা সাহায্য পেলেও সেই সাহায্যে কোন কিছুই হয় না। দিপালীর আপেক্ষ সরকার যদি একটু মুখ তুলে তাকায় তাহলে আমার মত প্রতিবন্ধী মহিলা হয়তো একটু ভালো মতো বাঁচতে পারে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ২৩ সেপ্টেম্বর – ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

পথ আটকে প্যান্ডেল

পথ আটকে প্যান্ডেল করার 'ব্যাধি' ক্রমশ যেন বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ কলকাতা পুরসভার বদান্যতায় বহু জনবহুল এলাকায় 'থিম' পুজোর হিড়িকে পথ আটকে পুজোর এক–দেড় মাস আগে থেকেই বাঁশ ফেলে রেখে সার্বজনীন পুজো মণ্ডপ এর প্রস্তুতি। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভা বাড়ি ও বহুতলের দুর্গাপুজো বাদে বাকি দুর্গাপুজোগুলির সার্বিক সৌন্দর্যের বিচারে 'শ্রী' পুরস্কারের প্রবর্তন করেছে। পুরসভাই ছাড়পত্র দেয় দুর্গা পুজো করা ক্লাবগুলিকে। এ বছর নথিভুক্ত ক্লাব কমিটিগুলিকে রাজ্য সরকার সত্তর হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। এবাবদ রাজ্য সরকারের ৩০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। যদিও চাঁদার চাপ নাগরিক সমাজে কমবে এমন সম্ভাবনা কিংবা প্রতিশ্রুতির খবর নেই।

পথ আটকে প্যান্ডেলের নেপথ্যে বহু পুরপিতা ও কোন কোন মেয়র পারিষদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। নাগরিক সমাজের সুবিধা অসুবিধার পুজোর সময় কোন পর্যায়ে পৌঁছয় তা ভুক্তভোগীরা জানেন। সংবিধানে ধর্মাচরণের অধিকার সবার অথচ অধিকাংশ রাজনীতি আশ্রয়ী ক্লাবগুলিতে নানা পুরস্কারের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় পরিবেশ সবসময় দেবী পুজোর অনুকূলে থাকে না। অর্ধ রাত পর্যন্ত মাইকের তাণ্ডব। চেনা পথ অচেনা হয়ে যায় আড়ম্বরের আয়োজনে।

পথ আটকে পুজোর প্রবণতায় আশঙ্কায় থাকে অসুস্থ রোগীর বাড়ির লোকজন। সংকীর্ণ গলিপথে অ্যাম্বুলেন্স, দমকলের প্রবেশ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। পুজো প্যান্ডেলগুলি রাস্তার পাশে একটু ছোট আকারে গড়ে তুললে কিংবা আশে পাশের মাঠ, পার্কে প্রতিমা–প্যান্ডেল হলে পথের আনন্দ ম্লান হয়না। যেখানে একান্ত রাস্তায় প্যান্ডেল করতেই হবে সে ক্ষেত্রে পাশ দিয়ে অথবা দোতলা প্যান্ডেল করে তলা দিয়ে ছোট গাড়ি, রিক্সা যাতায়াতের পথ করে দেওয়া জরুরি।

একটু পরিকল্পনা, একটু রাশটানা, একটু ভাবনা চিন্তা নাগরিক সমাজকে আরো সুন্দর করে তুলতে পারে। দুর্গা পুজো যেন কারোর কাছে আতঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায় তা নিয়ে দ্রুত ভাবনা চিন্তা প্রয়োজন। যারা পথ আটকে প্যান্ডেল করছে তারা যাতে কলকাতা পুরসভার 'শ্রী' পুরস্কার না পায় সে বিষয়ে অন্তত প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন তা হলে আগামী দিনে পুজো উদ্যোক্তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও স্বপ্ন ব্যর্থ হবে না। দুর্গা পুজোয় কারুর ম্লান মুখ যেন ভেসে না ওঠে। পুজো সবার, উৎসব সবার, পথ–পরিষেবাও সবার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

তিনি অপরিণামী, অবিকার অথচ তাঁর অধিষ্ঠান বশতঃ সর্ববস্তু, সর্বপ্রাণী অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়। তিনি ইন্দ্রিয় রহিত হয়েও শ্রবণ–দর্শনাদি সর্বকর্মসক্ষম হন। তিনি হলেন সেই অনাদি–অনন্ত আলোক, যার দ্বারা সৎ–অসৎ দেখা যায়, সৃষ্টি–স্থিতি–লয় সম্পাদন হয়। ইচ্ছারহিত হলেও তাঁর অনুপ্রেরণায় জড়স্বরূপ প্রকৃতিকে চেতয়িত হতে হয়। তিনি সর্বদা উদাসীন ও নিস্পন্দে নিমগ্ন, আবার সর্বদা জাগ্রত এবং সর্বসাক্ষী। তিনি চেষ্টাশূন্য হলে প্রলয়, এবং চেষ্টা যুক্ত হলে আগুনের ফুলকির মত অসংখ্য জগৎ সৃষ্টি হয়। নশ্বর পদার্থে তাঁর অধিষ্ঠান সত্ত্বেও তিনি অবিনাশী, মূক হওে বচনশীল, অকর্মক হয়েও কর্মময়, ভোক্তা হয়ে ভোগরহিত, অপ্রত্যক্ষ হয়েও প্রত্যক্ষ নিরাকার হয়েও সাকারভূত। তাকে না জানলে অজ্ঞানে জীব আবদ্ধ আবার জানলে বদ্ধজীবও মুক্ত হয় মুক্তি লাভ করে আর ভেদাভেদ থাকেই না। দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই তিন ভাবের সাক্ষীরূপে যিনি চিরন্তন এবং স্থির সেই আত্মাকে অবলোকন করতে হলে তুমি একাগ্রচিত্তে আত্মনিমগ্ন হও। তাহলেই তুমি প্রকৃতদর্শী হয়ে অনাদি, অনন্ত নিত্যশুদ্ধ, অজ, অমর, সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং অবশিষ্ট অন্য কিছুর অস্তিত্বহীনতা বোধ করতে পারবে। ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য, ব্রহ্মই পরম সত্য। রাম বললেন, প্রলয়ান্তে একমাত্র যিনি সংরূপে অবশিষ্ট থাকেন, তিনি নামবিহীন ও নিরাকার সে কথা বোদগম্য হল। কিন্তু তিনি আলো নন অন্ধকারও নন, শূন্য বা প্রকাশ নন, মন বা বুদ্ধি নন, চিৎ বা অচিৎ নন অথচ তিনিই সব, এই সব কথার অর্থ বুজতে পারলাম না। বশিষ্ঠ বললেন, এক খণ্ড কাঠের মধ্যে কাঠের মূর্তি অব্যক্ত ভাবে থাকে যতক্ষণ মূর্তি তৈরি না হয়। প্রলয়কালে জগৎ থাকে না কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ তখন অব্যক্তরূপে থাকে, তাই তিনি শূন্য নন। আবার এই জগৎ সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, সেটিও শূন্য নয় এবং ব্রহ্মও কখনও জগৎ ছাড়া নন। জলরাশিতে তরঙ্গ আছে আবার নেইও। সেইভাবেই ব্রহ্ম শূন্য এবং অশূন্য দুই ভাবেই অবস্থান করেন 'শূন্য নন, প্রকাশও নন' এই কথা তাই বলা হয়েছে। সূর্য–অগ্নি–নক্ষত্রের মত ভৌতিক আলো ব্রহ্মেতে নেই, তাই তাঁকে তিনি আলোক নন বলা হয়েছে। আবার তিনি 'স্বপ্রকাশ' অর্থাৎ নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন, তাই তাঁকে অন্ধকার একথা বলা হয়েছে। মন ও বুদ্ধিতে তিনি অবস্থান করেন বলে তিনি 'মন–বুদ্ধি', কিন্তু তিনি যেহেতু মন–বুদ্ধির অগোচর, তাই তিনি মন–বুদ্ধিরও অতীত।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

কাটোয়ার গৌরব

থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় ১৬- ১৮ বছর বয়সীদের বিভাগে সোনা জিতেছেন পূর্ব বর্ধমান কাটোয়ার সায়ন্তনী দে

সনাতন ধর্ম ভোটের ইস্যু! কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে চাইছে

নির্মল গোস্বামী

I.N.D.I.A Vs. N.D.A খেলা জমে উঠেছে। ২৪ শে মহারণ। কেউ গদি ছাড়া হবে, কেউ বা গদিতে আসীন হবে। অতি চেনা পরিচিত পুরানো গণ–তান্ত্রিক খেলা। সরকারী বা বিরোধী উভয় দলই দাবী করে তারা মানুষের জন্য কাজ করে। দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করার রীতি। দেশের হাজারো সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই আলাদা আলাদা দল ও তার কর্মসূচি। দেশের সমস্যা মানে মানুষের সমস্যা। মানুষের জীবন ও জীবিকার সহজ–সরল মসৃণ পথ নির্মাণ করে দেবে সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বসবাসের ঘর, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যদি নাগরিকগণ তাদের আর্থিক সাধ্যের মধ্যে পায় তাহলে তো আর সমস্যা থাকার কথা নয়। প্রতিটি দল মানুষের সমস্যা তথা দেশের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়। দেশে যে সমস্যা নেই, সেই রকম সমস্যা প্রতিবিধান করার কথা কোন দল বলে না বা বলার প্রয়োজনীয়তাও পড়ে না।

২৪শে মহারণের জন্য ২৮টা দল একজোট হয়ে কোমর বেঁধেছে। মানুষ ভেবেছিল এবার একটা কাঠে কপাটে লড়াই হবে। বিরোধীদের হাতে অনেক অস্ত্র। মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্ম সংস্থান এই দুটি ইস্যুতে শাসকদলকে চেপে ধরলেই কিস্তি মাত হবে। তার উপর দুর্নীতি তো আছেই। বিরোধী জোট এই সব ইস্যুকে ছেড়ে জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা নতুন ইস্যু হাত তুলে দিল। বিরোধী জোটের এক নেতার ছেলে বললেন সনাতন ধর্মকে সে শেষ করে দেবে। জোটের অন্য দলের নেতারা সেভাবে এই কথার বিরোধিতা করল না। ফলে সনাতন ধর্মকে শেষ করে দেবার পরিকল্পনা করেছে ইন্ডিয়া জোট এই প্রচার শুরু করল সরকার পক্ষ। এমনিতে মা মনসা, তাতে আবার ধুনোর গন্ধ। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা রে রে করে আসরে নেমে পড়ল। সরকার পক্ষের ব্যর্থতার যে কালো মেঘ জমে ছিল সনাতন ঝড়ে তা কোথায় উড়ে গেল। ধর্মই ভারতবর্ষের চালিকা শক্তি। ফলে সেই ধর্মের উপর আঘাত মানুষ যে মেনে নেবে না তা মোদী অ্যান্ড কোম্পানি ভালো ভাবেই জানে। যথারীতি মধ্য প্রদেশের, ছত্রিশগড়ের বিধান সভা নির্বাচনে সনাতন রক্ষার স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিজেদের জাহির করছে বর্তমান শাসক।

এতো দিন হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে প্রায় সব দলই। কেউ মুসলিম তোষণ করেছে সরাসরি। কেউ বা ঘুর পথে হিন্দুত্বের জয়গান গেয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ

ভাবনা সমাজে বিদ্যমান পূর্ব থেকেই ছিল বা আছে। রাজনীতি নিজ স্বার্থে সেই চাপা আগুনে হাওয়া দিয়েছে মাত্র। কিন্তু ২৪–এর নির্বাচনে সনাতন ধর্মের পক্ষে বিপক্ষে ভোট হবে এই চিন্তা সত্যি আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তবে, হিন্দু–মুসলমান তাস আর কার্যকরী হচ্ছে না? বহুল ব্যবহারে তা কি কার্যকারীতা হারিয়েছে? তাই কি আস্তিন থেকে নতুন সনাতন–অ সনাতন তাস বের করতে হল?

আপাতত এই জটিলতা থেকে বের হয়ে একটা সহজ প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে উভয় পক্ষকে। কারা বলছে সনাতন ধর্মকে শেষ করে দেবে। তারা কি সনাতন ধর্মর ইতিহাস জানে? যদি সত্যিই জানতো তাহলে মূর্খের মতো বলতে পারত না যে সনাতন ধর্মকে শেষ করে দেবো। ওই নেতার ছেলের অঙ্গুলি হেলনে কি সনাতন ধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল যে তার ইচ্ছাতেই আবার ভারতবর্ষ থেকে সনাতন ধর্ম মুছে যাবে?

আবার জনগণকে বোকা বানাবার জন্য যারা বলছে যে তারা সনাতন ধর্মকে মুছে দিতে চায় সেই তারা ভালো করেই জানে যে সনাতন ধর্মকে মুছে দেবে, তারা তেমন শক্তিমান নয়। সব থেকে বড় কথা হল যে দেশের নেতারা কোন ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করেনি এবং তাতে মুছে দেবার শক্তিও তাদের নেই। রাজনৈতিক নেতা বা শাসক নিরপেক্ষভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে সনাতন ধর্মের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষে। ষোড়শ স্বাধীন জনপদ দিয়ে যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছিল। ঠিক তেমনি ভবে সনাতন ধর্ম হল একটা মূল ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের অনেক উপধর্ম বা শাসক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের হাত ধরে বিভিন্ন সময় । শাক্ত শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, গাণপত্য ইত্যাদি। ভারতবর্ষে এমন অনেক লৌকিক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে যা সনাতন ধর্মেরই উদার সাহচর্যে।

যারা সনাতনী অর্থাৎ সনাতন ধর্মে অটুট আস্থা যাদের আছে সেস বিজেপির নেতারা তো জানেন যে ধর্মে যদি গ্লানি জন্মে, তাহলে স্বয়ং ভগবান আবার জন্ম নেন ধর্মের সেই গ্লানি দূর করতে। ফলে অহেতুক মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তারা। ভয় দেখাচ্ছে তারা। স্টালিনের ছেলের সাধ্যি নেই সনাতন ধর্মকে শেষ করার। ধর্মে যদি সত্যি সত্যি ময়লা জমে, ধর্মের নামে অধর্মাচরণ করা হয়। তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবার জন্ম নেন। এই বিশ্বাস যাদের আছে তারাই তো সনাতনী! ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নামে যখন অনাচার করা হতো, তখন সেই অনাচার দূর করতেই ভগবান বুদ্ধ, ভগবান মহাবীরের জন্ম হল। তারা ধর্মের নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করে জনগণের হৃদয় জয় করলেন। আবার হাজার বছর পর বুদ্ধ ধর্মের মধ্যে যখন অনাচার প্রবল হল তখন এলেন ভগবান শঙ্কর। তিনি যুক্তি দিয়ে বৌদ্ধ দর্শনকে খণ্ডন করে আবার সনাতন ধর্মের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলেন। সেই স্রোতের টানে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ভেসে গেল। তারপর প্রায় ১০০ বছর পর এলেন রামানুজ– তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করলেন। শঙ্করের পরমাত্মার রূপ ছিল শিব। রামানুজের পরমাত্মার রূপ হল বিষ্ণু। এই ভাবে শৈব থেকে বৈষ্ণব ধর্মমতের উদয় হল। রামানুজের প্রায় ৮০০ বছর পর চৈতন্যদেব এলেন। তিনি কৃষ্ণকেই পরমাত্মা জ্ঞান করলেন। এরা সকলেই কিন্তু সনাতনী। ফলে ধর্মে সংস্কার বা ইষ্ট পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র মহাপুরুষরা বা অবতার পুরুষগণ। এটা সাধারণ রাজনীতিকদের কাজ নয়। তারা এমন শুদ্ধাত্মা নয় যে তাদের কথায় মানুষ প্রভাবিত হবে। বরঞ্চ উল্টো ছবি জনগণের মনে গেঁথে আছে। যেসব রাজনৈতিক নেতারা বর্তমানে পাপাত্মা। সেই পাপীরা ধর্মের রক্ষণ বা বিনাশ কোনটাই করতে পারবে না।

হাজার বছর ধরে শক, হূন পাঠান মোঘলরা চেষ্টা করেছে, তারপর ২৫০ বছর ধরে ইংরেজরা চেষ্টা করেছে কেউ সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে পারেনি। আজও কেউ পারবে না। অহেতুক সনাতন ধর্মকে রাজনৈতিক ইস্যু করে মনুষকে ঠকাতে চাইছে। এই বিবাদে হয় তো কোথাও কোথাও রক্ত ঝরতে পারে। কিন্তু ধর্ম যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

একটা ধর্ম মানে নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ। সেই মতবাদকে হারাতে হলে তার থেকে উন্নত ও যুক্তি সঙ্গত আর একটা দার্শনিক মতবাদের প্রয়োজন। প্রয়োজন দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন দেবদূতের। সেইসব যখন নেই তখন ভয় পেয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার যেমন কারণ নেই, ঠিক সেই রকম ভাবে I.N.D.I.A জোটকে ভোট না দেওয়ারও কারণ নেই। সনাতন ধর্ম নষ্টের ভয় নয়, গণতন্ত্র নষ্টের ভয়ে ভোট হোক। দুর্নীতির ভয়ে ভোট হোক। মূল্যবৃদ্ধির ভয়ে ভোট হোক। কাজ হারাবার ভয়ে ভোট হোক। আইনের শাসন কায়েমের ভয়ে ভোট হোক।

অর্ধশতাব্দীর মাইলফলকের সামনে বাংলা এখনও শিল্পহীন'

আরিফুল ইসলাম

(পর্ব ১)

বামফ্রন্ট শাসনের দীর্ঘ ৩৪ বছর ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের ১২ বছর সর্বমোট ৩৪ + ১২ = ৪৬ বছর অতিক্রান্ত। প্রায় অর্ধশতাব্দী আমরা বাঙালি, এমন একটা মাইল স্টোন ছুঁতে চলেছি, যেখানে বলার মতো কোনও শিল্প এই পশ্চিমবাংলায় নেই।

'শিল্প' যে কোনও দেশের ও জাতির উন্নয়নের অন্যতম সোপান, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ সেটা ভালো ভাবেই জানেন। জানে না, শুধু আমাদের বাঙালি জাতি। নাহলে আজ প্রায় শিল্পহীন – দিশাহীন – উদ্দেশ্যহীন, পরিকল্পনাহীন অনুন্নয়নের বাঙলাকে কর্মসংস্থানের হাহাকারে এখনও দেখতে হয়, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে। আর প্রতিনিয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়, একরাশ হতাশা আর আমাদের অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে। বাংলার শিল্প আজও অধরা। ফলে অনুন্নয়নের 'বিষপোকা' কুরে কুরে খাচ্ছে বাংলা ও বাঙালিকে।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনেদিনে কোটি ছাপিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? আতসকাঁচের নীচে বাঙলার এই ৪৬ বছরের পারফরমেন্সকে রেখে যদি সার্বিক পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করা যায়, দেখব শুধু শিল্প মানচিত্র অন্ধকারের ছবি। ছবির মধ্যে দু'চারটে আলোর বা সাদা ফুটকি অবশ্য দেখতে পাবো। যেটা ছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাত–সোওয়া সাত বছরের রাজত্বের ছোট্ট একটা ইনিংসের। কিন্তু ৪৬ বছরে তবে মানতে হবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, উদ্দামতায় কোনও খাদ ছিল না। তেমনি তারই পার্টির অসংখ্য শত্রুর অভাবও ছিল না। যারা সত্যিকারের চায়নি পশ্চিমবাংলায় 'শিল্প বিপ্লব ঘটুক, কর্মসংস্থান বা আর্থিক উন্নয়ন হোক।

এই লেখা যখন লিখছি, মাত্র কয়েকটা দিন আগে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বা তাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক বছর ২১ জুলাই একটি শহীদ দিবস পালন করেন। সারা রাজ্যের তৃণমূল স্তর থেকে সিকি–আধুলি খুচরো নেতা থেকে আরম্ভ করে আশ্রিত মস্তান–সমাজবিরোধী, নটী–নর্তকী সবার দৌড়ের লক্ষ্য থাকে ওই ২১ জুলাইয়ের সভাস্থল। কয়েক লক্ষ

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

মানুষের সমাবেশ। সংখ্যায় হয়তো কোটি মানুষ সাজো সাজো রব করে বেরিয়ে পড়ে ধর্মতলা চত্বরের এসপ্ল্যানেড মোড়ের (সিইএসসি'র হেড অফিস ভিক্টোরিয়া হাউস) উদ্দেশ্যে। দূরের জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষেরা একদিন আগেই এসে পড়েন, রাত কাটান শহরের বিভিন্ন প্রান্তের শিবির বা আশ্রয়স্থলে। শারদীয় পুজো বাদ দিলে এটা গ্রামবাংলার এই সব মানুষের কাছে চলে বছরে দ্বিতীয়বার কলকাতা দর্শন। দেদার খানাপিনা, মৌজমস্তি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এককথায় বৃহত্তর কলকাতা হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ কর্মহীন। বন্ধ থাকে স্কুল কলেজসহ সমস্ত শিক্ষালয়ের ফটক।

১২ বছর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকায় 'অ্যান্টি ইনক্রামবেন্সি' ফ্যাক্টর থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমোহিনী ক্ষমতা এখনও ততটা ভাঁটা পড়েনি যে ২১ জুলাই জনসমাবেশে মানুষের সংখ্যা কমবে। কিন্তু এই মানুষেরা সবুজ জামা টুপি আবীর–টাবির মেখে সারাদিনের এতোটা পথের ধকল নিয়ে বাড়ি ফিরলেন কী অর্জন করে? দেশের জন্য কী করলেন, রাজ্যের জন্যই বা কী অর্জন করলেন? বাঙলার কী উন্নয়ন হোল সারাদিনের এই মোচ্ছবে। আর বাঙালি হিসেবেই আমরা কত ইঞ্চি এগোতে পারলাম? একবার ভাবুন তো বিগত এই ৪৬ বছরে কত আন্দোলন, মিছিল, মিটিং, সভা, ধরনা কত শত হয়েছে। কেউ কী আমরা সমবেত ভাবে 'কাজ চাই', 'চাকরি চাই' বলে বলে ব্রিগেড ভরিয়েছি? নিদেনপক্ষে শহিদ মিনার ময়দানে? নিজেরাই উত্তর পেয়ে যাবেন। কিন্তু একবারও মনে প্রশ্ন জাগে না, ২১ জুলাইয়ের এই সভাটি কী শহীদ দিবস বলে মনে হয়?

এটা তো শাসকদলের শক্তি প্রদর্শন দিবস বললে একেবারে ঠিক মানানসই উত্তর হবে বলে আমাদের মনে হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তি প্রদর্শন করল বটে কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তাদের ফায়দা বা নির্যাস কতটা খোদ তৃণমূলের নিখাদ সমর্থকও কী বলতে পারবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস উত্তর দিতে পারবেন না।

এছাড়াও আছে প্রতি শনি–রবিবার পাড়ায় পাড়ায় মরশুমের বিভিন্ন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রক্তদান শিবির, খেলা, মেলা, শীতবস্ত্র প্রদান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ নানান সব আয়োজন, না কী জনসংযোগের উদ্দেশ্যে। এক ধরনের মানুষ সারা মাস–বছর ভর এইসব দেখভালের তত্ত্বাবধানে। মিডিয়ার দৌলতে এদের নাম 'কর্মী'। পার্টিতে কী এদের বেতনের কোনও পরিকাঠামো আছে? নিশ্চয়ই নেই, তাহলে এদের রোজগার কী, এদের ঘর সংসার চলে কিভাবে? সুতরাং ন্যায় নিয়মের আইনকানুনের বেড়াজাল ভেঙে সম্পূর্ণ অনিয়ম, অন্যায়ের বৃত্ত তৈরি সমাজে।

সংবাদ মাধ্যমে, বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের যাবতীয় এপিসোড বাঙলার ঘরে ঘরে নয় সারা দেশ জুড়ে এবং বিদেশেও সমাদৃত। বোমা, পিস্তল, গুলি, বারুদ, লাঠি, ক্রিকেটের উইকেট হাতে বাঙলার তরুণ সমাজের দাপট দেখালাম। গতবারও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এই একই চেনা চিত্র ছিল আমাদের কাছে।

কোনও নির্বাচন বিগত ৪৬ বছর বা অর্ধশতাব্দী জুড়ে পশ্চিমবাংলায় হিংসা হয়নি বা হিংসার ছবি আমরা দেখিনি মোটেই নয়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেলাগাম হিংসা পশ্চিমবাংলায় সব নির্বাচনকে ছাপিয়ে যায়। বেসরকারি হিসাবে বামফ্রন্ট আমলে ২০০৩ ও ২০০৮ – এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮০ জন ও ৪৫ জন নিহত হয়েছিলেন। ক্ষমতার এসে তৃণমূল কংগ্রেসও সেই সরণি বেয়ে হিংসার ধারা অব্যাহত রেখেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে ২০১৩ – র পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩১ জন ও ২০১৮ তে ৭৫ জন মারা যান। এবারও সংখ্যাটা মোটেই কম নয়, ৬০ জন। কিন্তু এই ৬০ জনের মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ৩৪।

দেশ দেশান্তরে

কানাডার মতিভ্রম

প্রণব গুহ

শুধুমাত্র জাতক্রোধ চরিতার্থ করতে জন্মলগ্ন থেকে কট্টর ইসলাম জঙ্গিদের মদত দিয়ে ভারতের সর্বভৌমত্বে আঘাত দেবার চেষ্টা করে গিয়েছে পাকিস্তান। নিজের দেশের মানুষের উন্নতির দিকে না তাকিয়ে ওপরের ক্ষতি চাওয়ার কি ফল তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে পাকিস্তান। অবস্থানের ব্যবধান দশ হাজার কিলোমিটারের বেশি হলেও পাকিস্তানের আর এক দোসর হল কানাডা যারা ভারত বিরোধী খালিস্তানি জঙ্গীদের মদত দিয়ে চলেছে বহুদিন ধরে। এটাই হয়ত কানাডা শাসকের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে কানাডার পাকিস্তান হতে বেশি সময় লাগবে না। সারা বিশ্ব যখন মানব জাতির কল্যানে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে, জি–২০ শীর্ষ বৈঠকে যখন যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব পাঠ হচ্ছে তখন কানাডা প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর মন্তব্য বিস্ময়কর।

গত জুন মাসে কানাডায় খুন হন খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। এই খুনের ঘটনায় ভারতীয় এজেন্টের হাত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তারপর থেকেই পর পর ঘটনা পরম্পরায় গত ৩ দিনে কানাডা ও ভারতের সম্পর্কের উষ্ণতা অনেকটাই তলানিতে। দিল্লি ও ওটাওয়ার মধ্যে ক্রমেই চড়ছে সংঘাতের পারদ। ইতিমধ্যেই কানাডা জানিয়েছে, ভারতে অবস্থিত তাদের কূটনীতিবিদদের সুরক্ষার জন্য তাঁরা ব্যবস্থা নিচ্ছে। কানাডা জানাচ্ছে, ভারতে তাদের কতজন স্টাফ রয়েছেন, তা তারা খতিয়ে দেখছে। কানাডার দাবি, ইতিমধ্যেই তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি পেয়েছে, ফলে স্টাফদের নিরাপত্তা নিয়ে আর ঝুঁকি নিতে নারাজ ওটাওয়া। কানাডা গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের এক মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে এই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে ন্যাশনাল পোস্ট। উল্লেখ্য, এর আগে কানাডার প্রাইমমিনিস্টার জাস্টিন ট্রুডোর এক মন্তব্য বিতর্কের ঝড় তোলে। খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং গুজ্জরের ভারতীয় এজেন্টের হাত থাকা নিয়ে ট্রুডো যে মন্তব্য করেছেন, তারপরই কূটনৈতিক পর্যায়ে দুই দেশের সংঘাত তৈরি হয়। দুই দেশের তরফে জবাব পাল্টা জবাবের পরম্পরা দেখা যায়।

ক্রমেই খলিস্তান ইস্যুকে কেন্দ্র করে কানাডা–ভারত তোপ পাল্টা

তোপের পারদ চড়ছে। সদ্যই খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, 'মিশন ইন ইন্ডিয়া' থেকে কানাডা তার কূটনীতিবিদদের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ছিল। এবার কার্যত কানাডার মুখের ওপর জবাব দিয়ে, মোদী সরকার নিল আরও এক পদক্ষেপ। অনির্দিষ্টকালের জন্য কানাডাবাসীদের ভারতীয় ভিসার পরিষেবা বন্ধ করে দিল দিল্লি। তবে তার অফিশিয়াল ঘোষণা এখনও আসেনি। যে সংস্থা কানাডায় ভিসা সংক্রান্ত দফতর চালায়, সেই সংস্থা বিএলএস ইন্টারন্যাশনালও এই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে তারা তাদের কানাডার ওয়েবসাইটে একটি নোটিস প্রকাশ করেছে। সেখানে লেখা রয়েছে,'ইন্ডিয়ান মিশনের তরফে গুরুত্বপূর্ণ নোটিস, কার্যগত কিছু কারণে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতীয় ভিসা পরিষেবা সাসপেন্ড করা হল পরবর্তী নোটিস আসা পর্যন্ত।' ভারতের এক সরকারি অফিসার সূত্রে যদিও খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে কানাডাবাসীদের ভারতীয় ভিসা সাসপেন্ড করা হয়েছে, তবে এই বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে চাননি। তিনি সাফ বলছেন, 'ভাষা খুবই স্পষ্ট, যা বলতে চাওয়া হয়েছে, তাই বলা হয়েছে।' উল্লেখ্য, কোভিড ১৯ এর পর এই প্রথমবার কানাডাবাসীদের ভিসা পরিষেবা বন্ধ করল দিল্লি।

গত কয়েক মাসে লাহোর, লন্ডন, ইতালি, কানাডায় বেশ খালিস্তানি নেতার মৃত্যু হয়েছে। এতেই হয়ত অস্বস্তিতে পড়েছে কানাডার প্রশাসন। আঘাত লেগেছে কানাডার খালিস্তানি প্রেমে। খালিস্তানিরা হয়তো ভাবছে তাদের শেষ করতে চক্রান্ত করছে কানাডা। এই আশঙ্কা থেকেই হয়ত ট্রুডো দোষ চাপাতে চাইছেন ভারতের ঘাড়ে। তবে এ ভারত সে ভারত নয়। তাই বিশ্বে যাতে আর একটা অশান্তির মেঘ জমতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে কানাডা এবং ভারতকে।

পাঠকের কলমে

অল্প বৃষ্টিতে আমতা বানভাসি

হাওড়া আমতা কলাতলা বাস স্টপেজে অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়ার ফলে নিত্যযাত্রী থেকে আমজনতা সকলেই অসুবিধার সম্মুখীন। আমতা বাসস্ট্যান্ডের আগে কলাতলা তিন মাথার মোড় দিয়ে বাগনান, উদয়নারানপুর, নারিট, ঝিকিরা গামী বাস চলাচল করে। কলাতলা মোড় ঘুরে এই বাস গুলো যেখানে দাঁড়াচ্ছে সেইখানেই অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যাচ্ছে। এই রুটে বাস, অটো, টোটো, লরি থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচল করে। পথ চলতি মানুষেরও হয়রানির তো শেষ নেই। রাস্তার এক দিকে জল নিকাশি ব্যাবস্থা আছে ঠিকই, কিন্তু তা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে আছে। প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তার জল নিকাশী ঠিক না থাকার জন্যই এই পরিস্থিতি বলে মনে করছে সাধারণ যাত্রীরা। সকলের দাবি জল নিকাশি ব্যাবস্থা ঠিক করে যাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমা জল দ্রুত ড্রেন দিয়ে নিকেশ হয় তার ব্যবস্থা করে সকলকে এই নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তি পায়। এখন দেখার প্রাশাসনের পক্ষ থেকে এইস্থানে রাস্তার নিকাশি ব্যাবস্থা ঠিক করে নিত্য যাত্রী থেকে আমজনতা দাবী পূরনের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহন করে।

বিজয় চক্রবর্তী
আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সেপ্টেম্বর মাসে এই সবজি চাষ করুন, আয় ভালো হবে

সবজি চাষের দৃষ্টিকোণ থেকে সেপ্টেম্বর মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসে অনেক ধরনের সবজি চাষ করা হয়। সবজি চাষ থেকে লাভের কথা বললে সব সময় বিভিন্ন সবজি ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন সবজির চাহিদা থাকে। এ কারণে সবজি চাষিরা কম সময়ে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে। চলুন এই মাসে চাষ করা সবজি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

বেগুন

বেলে দোআঁশ মাটি বেগুন চাষের উপযোগী। এ জন্য জল নিষ্কাশন সম্পন্ন মাটি ভালো , যা বেগুনের ফলন বাড়ায়। বেগুন প্রস্তুত হতে ৫০ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে। আপনারা কৃষক ভাইয়েরা চাষ করে ভালো লাভ করতে পারেন।

কাঁচা লঙ্কা

সেপ্টেম্বর কাঁচা লঙ্কা চাষের জন্য ভালো। লঙ্কা পাকতে ৭০ থেকে ৯০ দিন সময় লাগে। ২০ থেকে ৫৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা সবুজ মরিচ চাষের জন্য উপযুক্ত। এটি চাষ করে আপনি সহজেই এক মৌসুমে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন।

ব্রকলি

এটি দেখতে বাঁধাকপির মতো হলেও সবুজ রঙের। এর স্বাস্থ্যকর বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতীয় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং আয়রন পাওয়া যায়। এই মাসগুলিতে, আপনি ব্রকলি চাষ করতে পারেন এবং বাজারে এটি প্রতি কেজি ১০০ থেকে

১৫০ টাকা দামে বিক্রি করতে পারেন। প্রস্তুত হতে ৩০ থেকে ৫০ দিন সময় লাগে ।

গাজর

দেশী জাতের গাজর বপনের জন্য আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাস উপযোগী। ইউরোপীয় এবং অন্যান্য বিদেশী জাতগুলি অক্টোবর–নভেম্বর মাসে বপন করা হয়। প্রতি একর জমি চাষের জন্য ৪ থেকে ৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। ভাল ফলনের জন্য, এটি হালকা দোআঁশ মাটি এবং বেলে দোআঁশ মাটিতে চাষ করুন।

সৌজন্যে : কৃষিজাগরন ডেস্ক

কারা হলেন কর্মাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ

দঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল এবং সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি আগেই নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হল। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হলেন জয়নগর–১ ব্লকের হাসনাবানু সেখ, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরে কর্মাধ্যক্ষ হলেন মথুরাপুর–১ ব্লকের বাপী হালদার, বনভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হলেন ক্যানিং–২ ব্লকের সেখ মোক্তার, কৃষি সেচ ও সমবায় দপ্তরে এলেন ভাঙর–২ ব্লকের বাহারুল সেখ, বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে এলেন কর্মাধ্যক্ষ হলেন বজবজ–২ নম্বর ব্লকের শিখা রায়, পূর্ত পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ হলেন ফলতা থেকে নির্বাচিত জাহাঙ্গীর খান, শিশু ও নারী–ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষ হলেন বিষ্ণুপুর–১ ব্লকের শচীরাণি নস্কর। শিক্ষা–সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের সোমাশ্রী বেতাল, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের দায়িত্বে এলেন বারুইপুরের জয়ন্ত ভদ্র। অধ্যক্ষ হলেন মগরাহাট–২ ব্লকের মুজিবর রহমান মোল্লা, উপাধ্যক্ষ হলেন বাসন্তী থেকে নির্বাচিত অনিমেশ মণ্ডল।

সায়গলের জায়গায় কাজলের ভাগ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা বিজেপির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখন বলছে ভাইপো বাইরে, যাদের কাজ তাদের করতে দিন। নিজের এলাকার জিততে হবে। আমার এলাকা একেবারে তোলামুল মুক্ত করেছি। আমার অন্যরকম বক্তব্য দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মাইক দেওয়া আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃনমূলের লোকজন শুনছে। এবার কার পালা? নতুন বোতলে পুরানো মদ – কেষ্ট গিয়েছে কাজল এসেছে।

সোনা উদ্ধার বিএসএফের

প্রথম পাতার পর

পিস সোনার বিস্কুট এবং ১৬ পিস সোনার বার সহ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একটি অ্যাপল মোবাইল ফোন ও ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ১টি হিরো গ্ল্যামার মোটর সাইকেল সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে রণঘাট বিএসএফ হেড কোয়ার্টারের বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, জব্দকৃত এই সোনা চোরা পথে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করছিল। বাগদা ব্লকের ইতিহাসে এ পর্যন্ত এটাই বড় সোনার চালান। এদিন এসময়ে রণঘাট বিএসএফ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি(জি) অমরীশ কুমার আর্য, ৬৮ নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট বিপিন পর্যন্ত, বিএসএফের ডিসি, এসি সহ একাধিক কর্তা ব্যক্তিত্ব।

নামখানায় নদী বাঁধে ধস

প্রথম পাতার পর

কয়েকদিন ধরে টানা নিম্নচাপ চলছে। ফলে বাঁধের মাটি যথেষ্ট ভাবে নরম ছিল।নতুন করে বাঁধে ধস দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। কোন রকমে গ্রামবাসীরা ধসে যাওয়া জায়গায় বালির বস্তা এবং মাটি চাপা দিয়েছেন। দ্রুততার সঙ্গে বাঁধ মেরামত না করা হলে পুরো এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। যদিও এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানিয়েছেন, ভাঙনের বিষয় নিয়ে সেচ দপ্তর অতি দ্রুত কাজ শুরু করবে। তবে এখন দেখার বিষয় বর্ষার মরসুমে কত দিনে নামখানা নারায়ণগঞ্জে ধস নেওয়া এই নদী বাঁধের কাজ শুরু হয়।

সরকারি জায়গা দখল করে

প্রথম পাতার পর

পুলিশ প্রশাসন সব জেনেও নিষ্ক্রীয় হয়ে আছে। অনেকের ধারণা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশ ও স্থানীয় নেতাদের যোগসাজস আছে। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, দেখুন যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। পুলিশ প্রশাসন চেষ্টা করেছিল অবৈধ দখল তুলতে, কিন্তু ব্যবসায়ীর এতটাই এক কাট্টা তাই আবার দখল চলছে। তবে পুরো বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখে সমাধানের চেষ্টা করব। আমাদের পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ গত বৃহস্পতিবার ছবি তুলতে গেলে স্থানীয় বাঁশ ব্যবসায়ীরা তাঁকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। কোনো রকমে ছবি তুলে চিত্র সাংবাদিক অফিসে ফিরে আসে।

হতাশ 'বঙ্গভূষণ' কার্তিক

প্রথম পাতার পর

সেজন্য তাঁর হাত ধরে নিজের জন্মভূমি ধনডাঙা গ্রামেই তেরো শতক জায়গার ওপর ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বাউল আকাদেমি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এই সুবিশাল বাউল আকাদেমির জন্যই তিনি একবুক প্রত্যাশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্থিক সহায়তার যথাবিহিত আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু, রাজ্যের 'মমতাময়ী' মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীর সেই আবেদনে সাড়া দেওয়ায় প্রয়োজনটুকু মনে করেননি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী কার্তিক দাস বাউল আলিপুর বার্তা পত্রিকার এই প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে নিজের সঙ্গীত জীবনের অনেক কথাই অকপটে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বিভিন্নজনের কাছে ভিক্ষা নিয়ে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচে একটা বাউল আকাদেমি তৈরি করছি। এখানে সারা বছর বাউল সহ লোকগান, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক চর্চা হবে। শিল্পীরা এখানে থেকে বাউল সহ লোকসঙ্গীতের তালিম নিতে পারবে। মোট কথা বাউল গানের সংরক্ষণের জন্যই আমি এই আকাদেমি তৈরির কাজে হাত দিয়েছি। যাতে এখান থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাউলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এজন্য আমি আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলাম। কিন্তু কোনওরকম সাড়া পাইনি। তবে, সরকার যদি এই বাউল আকাদেমি গঠনে কোনওভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসে তাতে অনেকটাই সুবিধা হবে।তবে, সব বাধা অতিক্রম করে এই আকাদেমি ২০২৫ সালের মধ্যেই পুরোদমে চালু হয়ে যাবে বলে আত্মবিশ্বাসী কার্তিক দাস বাউল।

হারানো প্রাপ্তি

আমি জয়দেব মণ্ডল/ পিতা মৃত সুকেশ মন্ডল । গ্রাম ও পোস্ট : দ্বারিকনগর থানা : নামখানা জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন : ৭৪৩৩৫৭ । গত ইং ১৬/০৯/২০২৩ শনিবার হসপিটাল থেকে কাকদ্বীপ যাওয়ার পথে। একটি দলিল ও আধার কার্ড সহ কালো রঙের ব্যাগ হারিয়ে যায়। যদি কোনো সৎ ব্যাক্তি পেয়ে থাকেন ৭৬০২২০২১৫৮ এই ফোন নম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

বিশ্বের বৃহত্তম গণেশ প্রতিমা ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং শহর। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সেই ক্যানিং শহরেই এবার পূজিত হচ্ছে দীর্ঘ ৩১ ফুট মাটির গণেশ প্রতিমা। যা বিশ্বে সবচেয়ে উচ্চ মাটির গণেশ প্রতিমা বলে দাবী উদ্যোক্তাদের। ইতিমধ্যে হাজার হাজার দর্শনার্থী ভীড় জমিয়েছেন দীর্ঘকায় ওই গণেশ মূর্তি দর্শনের জন্য। উল্লেখ্য তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে কুলিয়াপুলামে অবস্থিত আরুলমিগু মুন্ডি বিনয়নগর মন্দির নামে পরিচিত। সেখানে ১৯ ফুট লম্বা, ১১ ফুট চওড়ার ১৯০ টন ওজনের

পাথরের গণেশ মূর্তি রয়েছে। তামিল রাজ্যের এই গণেশ মূর্তিটি এশিয়ার বৃহত্তম। অন্যদিকে ২০১২ সাথে থাইল্যান্ডে একটি ব্রোঞ্জের গণেশ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। থাইল্যান্ডের খুলং খুয়ানে ৩৯ মিটার(১২৭.৯৫১২ ফুট) গণেশের মূর্তি রয়েছে এবং 'গণেশ থাইল্যান্ড' নামে সমগ্র বিশ্বে জনপ্রিয়। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধাতুর গণেশ বিভিন্ন বিশালাকার থাকলেও মঙ্গলবার গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সুন্দরবনের এই ক্যানিং শহরের ১ নম্বর দিঘীরপাড় পূর্বপাড়ার 'রবিকিরণ' ক্লাবের উদ্যোগে দীর্ঘ ৩১ ফুট মাটির গণেশ মূর্তির পূজো শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে বিগত ১৩ বছর আগেই শুরু ক্যানিংয়ের রবিকিরণের গণেশ উৎসব। সেই ধারাবাহিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২২ এ ২১ ফুট উচ্চতার মাটির গণেশ মূর্তির পূজো করেছিলেন উদ্যোক্তারা। চলতি বছর ৩১ ফুট উচ্চতার মাটির গণেশ মূর্তি পূজিত হচ্ছে। গণেশ উৎসব কমিটির সহ–সভাপতি গণেশ দাস জানিয়েছেন,'সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে ক্যানিং যেভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে আমাদের ৩১ ফুট মাটির গণেশ মূর্তি তেমন খ্যাতি অর্জন করবে বলে আমরা আশাবাদী।কারণ আজ অবধি পৃথিবীর কোন প্রান্তে ৩১ ফুট মাটির গণেশ মূর্তি পূজিত হয়নি।'

রবিকিরণ এর সহ সহ–সম্পাদক প্রসূন বেরা জানিয়েছে, '১৩ তম বর্ষের গণেশ উৎসব ১০ দিন ধরে চলবে। ইতিমধ্যে ৩১ ফুট মাটির গণেশ মূর্তি দর্শন করার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমাচ্ছেন। এছাড়াও রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগীতা, বাউল গান।

ত্রাণ সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে ধৃত

প্রথম পাতার পর

বিপর্যয়ের দুর্গত মানুষের সাহায্যর কিট নিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করায় ভ্যান চালক বলে পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান মুজিবর রহমান লস্করের গোডাউনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই সব সামগ্রী। যদিও তার কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি পাচারকারীরা। এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক জল্পনা, সাধারণ মানুষের দাবি সরকারি সাহায্যের ত্রান সামগ্রী সাধারণ মানুষকে না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করেছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান। সুযোগ বুঝে সেই সামগ্রী পাচারের সময় সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ সেই ত্রাণ সামগ্রির গাড়ি আটকায়।

সম্প্রতি শেষ হয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়নগর এক নম্বর ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয় শাসক দলের। এই পঞ্চায়েত দখল নেয় নির্দল ও বিজেপির জোট। এদিন এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে শাসকদলের। এর ফলে শাসক দলের প্রাক্তন উপ প্রধান পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সামগ্রী সরানোর চেষ্টা করছে। যা তারা এতো বছর ধরে নিজেরাই আত্মসাৎ করে রেখেছিল নিজেদের কাছে। এ বিষয়ে বর্তমান পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বুলবুল আমফান হয়ে গিয়েছে, কয়েক বছর আগে। সাধারণ মানুষের সাহায্যের জন্য সরকারি যে সকল ত্রাণ সামগ্রী এসেছিল সেই সকল ত্রাণ সামগ্রী এত বছর পর কেন বার হচ্ছে। তাহলে কি সাধারণ মানুষকে সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত রেখেই নিজেদের কাছেই এই সকল সরকারি সাহায্যের জিনিসপত্র রেখে দিয়েছিল পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান, উপপ্রধানরা। সাধারণ মানুষ প্রাক্তন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের যে দুর্নীতি সেই দুর্নীতি ধরে ফেলেছে। আমরা চাই প্রশাসন এর সঠিক তদন্ত করুক এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিক।

পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে উদ্ধার হওয়া সরকারি সামগ্রীগুলি বিডিও অফিসে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত মুজিবর রহমান লস্কর বলেন, সাধারণ মানুষকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার পর যে সকল ত্রাণ সামগ্রী বেশি হয়েছিল সেই অতিরিক্ত ত্রাণ সামগ্রী আমার গোডাউনে ছিল। আমি বেশ কয়েক দিন ধরে গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী আমার গোডাউন থেকে এই ত্রাণ সামগ্রী চুরির পরিকল্পনা করছে। সেই অসাধু ব্যক্তিদের হাত থেকে ত্রাণ সামগ্রী বাঁচানোর জন্য এদিন অন্য গোডাউনে এই সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সরানোর কাজ চলছিল। আর এই গোটা বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানানো গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস পুরো ঘটনার তদন্ত করার আশ্বাস দেন।

ভারতীয় সংসদে নারী অধিকারের সোনালী রেখা

প্রথম পাতার পর

'আমি একটি সম্প্রদায়ের অগ্রগতি পরিমাপ করি সেই সম্প্রদায়ের নারীদের অর্জন করা অগ্রগতি দিয়ে।' তবু সেদিনের সংসদ পারেনি নারীর অধিকারের লড়াইকে জয়যুক্ত করতে। কারণ সেদিনের মিলিজুলি সরকার ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাহীন। সেদিনের সংসদ ছিল মতান্তর আর মনান্তরে দীর্ণ। আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সর্বসম্মতিতে নারী সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পরে সকলে যে তার কৃতিত্ব নিতে চাইছে সেটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমা।

যে আইন ব্রিটিশের তৈরি সংসদ ভবনে এতদিন ধরে লাট খেল সেই বিল ভারতীয় সংস্কৃতি আধারিত নয়া ভবনে পাশ হয়ে গেল বিনা বাধায়।একেই বোধহয় বলে সময়ের ব্যাঞ্জনা। আবার অন্যদিকে নতুন সংসদ ভবন তার প্রথম অধিবেশন দিয়ে শুরু করে দিল তার জয়যাত্রা। বারবার ভারতীয় সংস্কৃতির উল্লেখ করছি তার কারণ নারী শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতির আধার স্বরূপ। ভারতীয় পুরানে, শাস্ত্রে, গাথায় নারী শক্তির জয় প্রমাণিত হয়েছে বারবার। মনু সংহিতার ৫৬ নম্বর সুক্তে বলা হয়েছে, 'সেই পরিবার বা দেশের জন্য উত্থানের কোনও আশা নেই যেখানে নারীদের কোনও মূল্যায়ণ নেই, যেখানে তারা দুঃখে বাস করে। এই করণে, তাদের আগে বড়ো করতে হবে; এবং তাদের জন্য একটি আদর্শ গণিত শুরু করতে হবে।' তবু পুরুষ তার আসুরিক শক্তি দিয়ে চেপে রাখে নারীর উত্থানকে। কিন্তু তাকে দমিয়ে রাখা যায় না, কারণ নারী হল প্রকৃতি। তাকে ছাড়া জগতের অস্তিত্ব নেই। ফলে নারী পুরুষের পূর্ণাঙ্গ রূপে এই প্রথম বিকশিত হল ভারতীয় সংসদ। একে নতুন ভবনের বাস্তুতন্ত্রের ফল বলা যাবে কিনা জানা না থাকলেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ভারতের সংসদে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে এত দেরি হওয়াটা অবশ্যই লজ্জার। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে আজকের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সোপান তৈরি হয়েছিল নারী শিক্ষার ভিতের উপর। আর যাঁরা এই ভিত তৈরী করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নিবেদিতারাই এই কৃতিত্বের আসল দাবিদার।

এত শুভচিন্তার মধ্যেও ভারতের দলীয় গণতন্ত্রে নারীর অধিকার ঠিক কোন বিন্দুতে অবস্থান করবে তা নিয়ে একটা সংশয় অবশ্যই থেকে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'নারীরা তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে— পুরুষরা তাদের জন্য যা করতে পারে তার চেয়েও অনেক ভালো। নারীর জন্য সমস্ত দুষ্টুমি এসেছে কারণ পুরুষরা নারীর ভাগ্য নির্ধারণের কাজ করেছে।''প্রথমে তোমাদের নারীদের শিক্ষিত করো এবং তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দাও; তারপর তারা আপনাকে বলবে তাদের জন্য কি কি সংস্কার প্রয়োজন। তাদের ব্যাপারে, তুমি কে?' শেষে স্বামীজী বললেন, 'নিখুঁত নারীত্বের ধারণা হলো নিখুঁত স্বাধীনতা।'

ভারতের দলীয় গণতন্ত্রে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব রচনায় আদৌ স্বামীজীর এই বাণী পাথেয় হবে কিনা বলবে আগামী ভবিষ্যৎ।

"এসো জীবনের জয়গান গাই"

আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস উদ্‌যাপন

এবং

মরণোত্তর চোখ ও অঙ্গ এবং দেহদান শিবির

১ অক্টোবর ২০২৩ রবিবার সকাল ৯ টা ✤ বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী

অংশগ্রহণ করতে চাইলে আজই নাম নথিভুক্ত করুন

যোগাযোগ ঃ ৯১২৩৭৬৭০৯৭ / ৯৮৭৫৫১৭৩৪৫ / ৯৮৭৪৯৯৫৮৪৮

উদ্যোগ

বিশেষ সহায়তা

মিডিয়া পার্টনার

সরকারি বিদ্যালয়ে শুরু হল ডিজিটাল ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ সেপ্টেম্বর বজবজ–২ নম্বর ব্লকের হাউড়ী দীননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হল ডিজিটাল ক্লাস। উপস্থিত ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, সহকারী সভাপতি রুনা দাস সাঁতরা, এসআই তথাগত ভট্টাচার্য, তৃণমূল পন্থী শিক্ষক সংগঠনের নেতা সুবীর ব্যানার্জী প্রমুখ। সুবীর ব্যানার্জী জানান, বজবজ–২ নম্বর ব্লকে প্রাইমারি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে মোট ১৩১টি বিদ্যালয় আছে। প্রথম পর্বে ৪৮টি বিদ্যালয়ে এই ডিজিটাল ক্লাশ শুরু হল। এস আই তথাগত ভট্টাচার্য্য বলেন, বেসরকারি স্কুলে যেমন ডিজিটাল ক্লাস হয়, তেমনিভাবে সরকারি বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হল। এর ফলে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমবে। শিক্ষার প্রতি ছাত্র–ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়বে। ধীরে ধীরে সব বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাস শুরু হবে।

সাগরে বিজ্ঞান ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার সাগর মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনের উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই ভবনের নামকরণ হয়েছে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের নামে। কলেজের রজতজয়ন্তী বর্ষে এই ভবনের উদ্বোধন করা হল। এদিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, সাগরের বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শামিমা বিবি ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুরজিৎ বারিক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ব্রাত্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে নতুন করে ৪০টি কলেজ গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে প্রত্যন্ত এলাকাতেও। শিক্ষকদের সঙ্গে পড়ুয়াদের মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে। রাজ্যে শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকার সর্বদা সচেষ্ট। নতুন কলেজের পাশাপাশি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ব্রাত্য বলেন, 'আবহমান কাল ধরে এখানে মকর সংক্রান্তিতে লাখ লাখ পুণ্যার্থী ভিড় জমান। কিন্তু আগের সরকারের আমলে মানুষ আসতে ভয় পেত। আজ মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে সেজে উঠেছে নতুন গঙ্গাসাগর। বিগত বছরে ৫০ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছিলেন। নতুন পর্যটককেন্দ্র হিসেবে আজ দেশ–বিদেশের মানুষের অন্যতম গন্তব্য এই কপিলমুনির মন্দির।'

শতাধিক বর্ষ প্রাচীন মনসাপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : শতাধিক বর্ষ প্রাচীন মনসাপুজোকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল কাটোয়ার বিকিহাট গ্রামের বাসিন্দারা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী সুপ্রাচীন বিকিহাট জনপদের মনসাতলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মনসা বন্দনা করার চল রয়েছে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে প্রাচীন রীতি মেনে এখানে মনসাপুজো হয়। এখানকার পুজোয় বলি প্রথা রয়েছে। বহুকাল ধরে ধর্মপ্রাণ আবালবৃদ্ধবনিতারা এই দেবীকে জাগ্রত রূপে মান্য করে। অসংখ্য মানুষ মনস্কামনা পূরণার্থে উপবাসী হয়ে স্নান করার পর দণ্ডি কাটতে কাটতে দেবী মূর্তির সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। ভক্তদের বিশ্বাস, শুদ্ধ চিত্তে ভক্তিভরে এই দেবীর কাছে প্রার্থনা করে তা সফল হয়। এলাকার বাসিন্দা তথা বাংলা জুনিয়র কবাডি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক জগদীশ মাঝি বলেন, ঐতিহ্যবাহী এই মনসাপুজো দেখতে দূর–দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ

আসেন। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের সমাগম হওয়ায় কার্যত উৎসবের আবহ দেখা যায়।

মহানগরে

কলকাতা এবার ডেঙ্গু'র শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য ও ভেক্টর কন্ট্রোল দফতর কলকাতা মহানগরে মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কলকাতায় মশার লার্ভা চিহ্নিতকরণের কাজ করে চলেছে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, গত বছরের তুলনায় এখন পর্যন্ত কলকাতায় এডিস ইজিপ্টাই মশার ফলে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যাটা একটু বেশি। হিসেব বলছে ৭০ – ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই মশা কামড়ায় ঘরের বাইরে এবং দিনের বেলা। ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় এবার ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৭০০ – র কিছু বেশি। যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় তিনশ'র বেশি। কলকাতায় এপর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই মশা ঘরের ভিতরে পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। কলকাতায় এবার এডিস ইজিপ্টাই মশার বাড়বাড়ন্ত বেশি। এজন্য কলকাতাবাসীকে সচেতন হতে হবে বলে জানান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তাঁর মতে কলকাতার এক শতাংশ মানুষের গাফিলতিতে কলকাতার ৯৯ শতাংশ কলকাতাবাসী ভুগছে।

অন্যদিকে, গতবছরের তুলনায় এখন পর্যন্ত কলকাতায় অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা কম বলে জানান মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরী। ডা. রায়চৌধুরী জানান, এবার কলকাতায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত গতবছরের তুলনায় ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২,০৬৫ জন কম। গতবছর আক্রান্ত হয়েছিল ৭,১৪১ জন। আর এবার ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৫,০৭৬ জন। এই মশা রাতের বেলা কামড়ায়। ঘরের বাইরে জমে থাকা পরিষ্কার বা নোংরা জলে এই মশা ডিম পাড়ে।

ইডেন বিশ্বকাপে বিনোদন কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত ইডেন গার্ডেনসে আসন্ন অক্টোবরের ২৮ ও ৩১ এবং নভেম্বরের ৫, ১১ ও ১৬ ক্রিকেট বিশ্বকাপের মোট পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই খেলা গুলির জন্য টিকিটের মূল্য ধার্য হয়েছে সর্বনিম্ন ৬৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা। ইতিমধ্যে অনলাইনে বিক্রিও শুরু হয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান অবস্থা কী? যখন টিকিটের দাম ধার্য্য হয়ে গিয়েছে এবং বিক্রিও শুরু হয়ে গিয়েছে তাহলে কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০ – র ৪২২ ধারানুযায়ী বিনোদন কর নেওয়ার প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা উচিত বলে প্রস্তাব রাখেন সিএবি'র প্রাক্তন জয়েন্ট সচিব বর্তমান ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। বিশ্বরূপ দে বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার নথিতে ইডেন গার্ডেনসের স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যাও নির্দিষ্ট ভাবে বলা আছে। এক্ষেত্রে বিনোদন কর নেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করা দরকার বলে তিনি প্রস্তাব রাখেন। তিনি আরও বলেন, তা না হলে অতীতে দেখা গেছে, আমি যখন সিএবি'র সচিব পদে ছিলাম, তখন আমি দেখতাম সিএবি'র অর্থ যাতে বেশি না বের হয়। আর এখন আমি কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধি। তাই এখন আমি দেখবো যে কলকাতা পৌরসংস্থার বেশি অর্থ কীভাবে আদায় হয়। তাই আমার অনুরোধ যাতে এই বিনোদন কর সঠিকভাবে আদায় করা যায়। এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, উনি যখন সিএবি'র জয়েন্ট সচিব ছিলেন তখন আমরা বারংবার ওনার কাছে গিয়েছি, ওই বিনোদন করের কথাই বলেছি। তখন উনি কলকাতা পৌরসংস্থাকে বিনোদন কর দেননি। অতীন ঘোষ বহুবার গেছেন, খালি হাতে ফিরেও এসেছেন। তখন উনি পাত্তাই দেননি। যাই হোক ইডেন গার্ডেনসের বর্তমান কর্তৃপক্ষ অনেকদিনের বাকি পড়ে থাকা কে কে আরের একটা বিনোদন কর মিটিয়ে দিয়েছে। আর বিশ্বকাপের খেলা বিষয়েও কলকাতা পৌরসংস্থা ইতিমধ্যেই নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছে। এখনকার সিএবি'র বর্তমান সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় উনি নিজেই কলকাতা পৌরসংস্থায় এসেছিলেন। আমাদের কথা হয়েছে। একটা সূত্র বের করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে ওরা কর দিতে পারে। বিশেষ করে কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের দাম বাদ দিয়ে একটা ডিমান্ড পাঠানো হচ্ছে। আসল ঘটনা হল বিশ্বরূপ দে'র সময়কাল থেকেই ইডেন গার্ডেনসের বিনোদন কর বাকি রয়েছে বলে মহানাগরিক জানান।

সংযুক্ত কলকাতায় খাজনা আদায় বন্ধ হতে চলেছে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাডেড এরিয়াবাসীদের দীর্ঘ ৩৮ বছরের যন্ত্রণা মিটতে চলেছে। কলকাতার অ্যাডেড এরিয়ার অর্থাৎ কলকাতার ১০১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দাদের এতদিন ধরে গুণতে হচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থার একটা বড়ো অঙ্কের সম্পত্তি কর এবং রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের একটা বড়ো অঙ্কের খাজনা। চলতি অর্থবর্ষের বাকি দিন গুলিতে কলকাতা পৌরসংস্থার সংযুক্ত এলাকাবাসীদের এই যন্ত্রণা মিটতে চলেছে।

১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক পৌর অধিবেশনে কলকাতার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০২২ সালের ২৩ জুলাই কলকাতা পৌরসংস্থার ৮ নম্বর মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাব রাখেন। যে কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকা থেকে কেবলমাত্র কেএমসি'র সম্পত্তি কর নেওয়া হোক এবং অবিলম্বে ভূমি দপ্তরের খাজনা নেওয়া বন্ধ হোক। ওই সভায় মহানাগরিক জানিয়েছিলেন, এটা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভায় আলোচনা চলছে এবং আশা আগামীদিনে এটা হয়ে যাবে। এখন আমার প্রশ্ন, কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকার মানুষ এই ডাবল ট্যাক্সের ব্যাপারটা থেকে কবে মুক্তি পাবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। কলকাতা পৌর এলাকা থেকে বিএলঅ্যান্ডএলআরও'র খাজনা নেওয়া বন্ধ হোক। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে যার খাজনা সংগ্রহের জন্য যে প্রসেসটা আছে ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট যাতে সেটাকে আবার ইমপ্লিমেন্ট না করে, কলকাতা পৌর এলাকার ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এরিয়ার জন্য। এজন্য কলকাতা পৌরসংস্থা ইতিমধ্যেই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট জানাবে। এজন্য আমরা আশা করব এটা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার অনুমোদনে পাস হয়ে খুব শীঘ্রই এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূল কলকাতাবাসীর (ওয়ার্ড নম্বর :১–১০০) থেকে কেবল পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এখানে খাজনা দিতে হয় না।

পৌরসংস্থার কর্মী আবাসনে থাকে বাইরের লোক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মী আবাসনের তালিকায় সর্বমোট কর্মী আবাসন আছে ১৪৭টি। এবং ওই কর্মী আবাসনে যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রত্যেকের সচিত্র পরিচয়পত্র আছে। শুধু তা–ই নয় কলকাতা পৌরসংস্থার যাঁরা নিয়মিত কর্মী তাঁদেরও প্রত্যেকের সচিত্র পরিচয়পত্র রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, যেহেতু কলকাতা পৌরসংস্থায় এর আগে ডাটা স্ট্রাকচার ছিল না। তাই দীর্ঘদিন ধরে কর্মী আবাসন গুলিতে কর্মচারীরা অবসর নেওয়ার পরও ঘরটিতে বসবাস করছেন। আবার অনেককর্মী আবাসন আছে যেখানে যাকে অ্যালট করা হয়েছিল তিনি আবার ঘরটি চেনা পরিচিত আত্মীয়স্বজনদের ভাড়া দিয়ে চলে গিয়েছেন। আবার এমন অনেক কর্মী আবাসন আছে যেখানে কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে কোনও ভাবে জড়িত নয়, সম্পূর্ণরূপে বাইরের লোকেরা ঘরে ঢুকে বসবাস করছে। এগুলি ধীরেধীরে খালি করার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটা প্ল্যানিংয়ের মধ্যে দিয়ে রেগুলার যাঁরা কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মী, তাঁদের জন্য অ্যালট করা হচ্ছে। যদি কোনও আবাসন দখল থাকে, তবে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে সেই আবাসন একটা একটা করে খালি করা হচ্ছে। এবং কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমানে কর্মীরা এই কর্মী আবাসন পাচ্ছেন। তবে এসব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় একটা বড়োসড়ো সমস্যা হচ্ছে এবং সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা ঠিক যে কলকাতা পৌরসংস্থা এতো এতো টাকা ব্যয় করে প্রতিটি বরোর সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা এই সমস্ত কর্মী আবাসন গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবে অথচ কলকাতা পৌরসংস্থার রেগুলারের কর্মীরা সেখানে বাস করতে পারবে না, এটা চলতে পারে না। তাই এখন নিয়ম করা হয়েছে যার নামে অ্যালটমেন্ট থাকবে তাকে তাঁর রিটায়ার্ডমেন্ট বেনিফিট দেওয়ার আগে ঘরটি বুঝে নেওয়া হবে। তবেই তার পেনশন চালু হবে এবং ঘর খালির পরেই গ্র্যাচুইটি এবং আরও অন্যান্য টাকাপয়সা দেওয়া হবে।

এদিন মহানাগরিক আরও বলেন, দ্বিতীয়ত, ওই অবসরপ্রাপ্ত কর্মী যদি ওই ঘরটি আবার দখল করেন বা যদি দেখা যায় যে ওই রিটায়ার্ড ব্যক্তিটি আবার ঘর দখল করে তাহলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পুলিশকে জানাবেন এবং তার পেনশন আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কলকাতা পৌরসংস্থাকে কোর্টে যেতে হবে। তার কারণ কোর্টের একটা ডাইরেকশন আছে যে পেনশন কখনই বন্ধ করা যায় না। কিন্তু যদি কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি দখল করে রাখে, তবে তার পেনশন নিয়ে নিশ্চিত ভাবে ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে। তবে এসব কাজে একটু সময় লাগবে। ধীরে ধীরে সিস্টেমে এসে যাবে বলে মহানাগরিক জানান।

এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ডা. এ. কে. পাল রোডের মূল রাস্তার বাম পাশে বর্তমান আম্বেদকর নগরে পুরাতন ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ১৯৭৬ সালে তৎকালীন সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপালিটি'র সেক্রেটারি প্রয়াত মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেইসময় মিউনিসিপালিটির মেথরদের বসবাসের জন্য একটা ত্রিতল কর্মীআবাসন তৈরি হয়। বর্তমানে এই ভবনটিতে কলকাতা পৌরসংস্থার একটি 'বিপজ্জনক বাড়ি'র নোটিশ সাঁটা রয়েছে। বাড়িটির তিনতলার ছাদে একাধিক দরমার ঘর, অন্যান্য ঘর, বারান্দা ও সিঁড়ির একাধিক জায়গা মিলিয়ে বাড়িতে প্রায় ছোটো–বড়ো মিলিয়ে কমবেশি ২০০ জন পুরুষমহিলা বসবাস করেন। আর তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন কলকাতা পৌরসংস্থার স্থায়ী কর্মী। বিপজ্জনক বাড়ি'টির বাকি লোকেদের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণরূপে বাইরের লোকেরা বাড়িটির দখল নিয়ে বসবাস করছেন। এই বাড়িটির ঠিক পাশেই ১৯৯০ সালে বর্তমান কলকাতা পৌরসংস্থা আরেকটি ত্রিতল ভবন তৈরি করে। সেইটিরও বর্তমান অবস্থা পুরাতন বিপজ্জনক বাড়িটির মতো। এবিষয়ে বর্তমান কলকাতা পৌরসংস্থা ধীরে চল নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

দুইভাগে উচ্চমাধ্যমিক নেওয়ার প্রস্তাব শিক্ষা সংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দু'টি ভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ওই প্রস্তাবে ২০২৫ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক লিখিত পরীক্ষা দু'টি পর্বে করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পর্বে এমসিকিউ পরীক্ষা নেওয়া হবে ২০২৫ সালের নভেম্বরে। আর দ্বিতীয় পর্বে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষা ২০২৬ সালের মার্চে নেওয়া হবে। এই দুই পরীক্ষার গড় নম্বর মিলিয়েই ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত নম্বর দেওয়া হবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ মাধ্যমকে এ সংবাদ জানান। রাজ্যের নয়া শিক্ষানীতিতে একাদশ ও দ্বাদশে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতি মেনেই ২০২৫ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা দু'টি পর্বে করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪ সালে যারা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে তাদের ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নেবে ২০২৪ সালের মতো ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব স্কুল। তবে উচ্চমাধ্যমিকের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ও প্রজেক্ট ওয়ার্ক হবে একবারই।

লেন্স বার্তা

গণেশায় নমঃ : মুম্বইকে পাল্লা দিয়ে বহু জায়গায় পূজিত হচ্ছে কলকাতার গণেশ। **ছবি :** অভিজিৎ কর

বিশ্বকর্মা দর্শন : কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে সুসজ্জিত বিশ্বকর্মা প্রতিমা পরিদর্শনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ। **ছবি :** কলকাতা পৌরসংস্থার সৌজন্যে

'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে...' : পূর্ব বর্ধমান জেলার আউস গ্রামে লবন ধার জনপদ সংলগ্ন বনাঞ্চলে বৃষ্টিস্নাত অপরূপ প্রকৃতি। **ছবি :** অর্ণব ঘোষ

দখল : কলকাতা পুরুসভার ১২৭ নং ওয়ার্ডের বকুলতলা বাজারের ব্যবসায়ীদের জলহীন শৌচাগার ১০বছর ধরে জঞ্জালের দখলে

জলপথ : মহেশতলার ২৮ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম জগতলার রাস্তা এভাবেই থাকে সারাবছর। **ছবি :** অরুণ লোধ

জানা–অজানা সফরে

ঘুরে আসুন হুগলিতে মহানাদ মন্দিরে স্বয়ং মুগ্ধ হন রাণি রাসমণিও

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির তৈরির প্রায় ২৫ বছর আগে পোলবা–দাদপুর ব্লকের মহানাদের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর বাড়িতে এসে জমিদারের প্রতিষ্ঠিত মহানাদ কালী মন্দিরের গঠনশৈলী ও কালীমূর্তি দেখে মুগ্ধ হন রাণি রাসমণি। ১৮৩০ সালে মহানাদ কালীবাড়ির মন্দির দেখার পরেই রাণী রাসমণি কলকাতায় ফিরে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির তৈরি করেন বলে এলাকায় প্রবাদ আছে। প্রায় ৩০০ বছর ধরে মহানাদ কালীবাড়িতে মায়ের নিত্যপূজা হয়ে আসছে। এই কালীবাড়িটি ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায়। জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর উদ্যোগেই ১৮২২ সালে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। টানা ৮ বছর ধরে ৮৪ ফুট উচ্চতার মন্দিরের কাজ শেষ হওয়ার পর ১৮৩০ সালে মাঘ মাসে রটন্তি কালী পুজোর সময়ে মন্দিরের দক্ষিণাকালী প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের ৬৪ ফুট উপরে এবং কালীমূর্তির চারপাশে

শিবলিঙ্গ রয়েছে। শিবলিঙ্গের পুজোর পরেই মায়ের পুজো শুরু হয়। মন্দিরের সেবায়েত রয়েছেন স্বপন নিয়োগী। তিনি বলেন, পূর্ব পুরুষের মুখে শুনেছি মহানাদ জমিদার বানির কোনও একটি অনুষ্ঠানে রাণি রাসমনির পদধূলি পড়ে মহানাদে। এখানকার মন্দির ও মায়ের রূপ দেখে রানিমা এতটাই মুগ্ধ হন যে কলকাতায় গিয়েই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর ছিল চিনি ও কাঠের ব্যবসা। বাড়িতে জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো হতো। কিন্তু পুজো শেষ হতেই বিগ্রহের বিসর্জন হয়ে যেত। নিত্য প্রতিমা দর্শনের কোনও উপায় ছিল না। সেই ভাবনা থেকেই কৃষ্ণচন্দ্র দক্ষিণা কালীর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় চারিদিকে গভীর ঘন জঙ্গলে ভরা ছিল আজকের মহানাদ অঞ্চল। মহানাদ দক্ষিণপাড়ার দু'বিঘে জমি পরিষ্কার করে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিবছর অমাবস্যার দিন হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান থেকে কাতারে কাতারে ভক্তরা এই জাগ্রত কালী মন্দিরে ভিড় করেন। মহানাদ কালীবাড়িকে পর্যটন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। তবে করোনা অতিমারিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে মন্দির চত্বরে কোনও রকমের ভিড় বা জমায়েত ছিল না। অমাবস্যার বিশেষ পুজোর দিন নতুন শাড়ি ও ভক্তদের দান করা অলংকার দিয়ে মাকে সাজানো হয়। পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি– ওগো। কালী কি কালো। দূরে তাই কালো জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে কোনো রং নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ– কোনো রং নেই।

যাবেন কীভাবে

হাওড়া–বর্ধমান মেন লাইনে পান্ডুয়া স্টেশনে নেমে পশ্চিমদিকে টোটো করে যাওয়া যায়। ভাড়া এক পিঠের ৩৫ টাকা। একেবারে মন্দিরের সামনে পৌঁছে দেবে। যাওয়ার পথে রাস্তার দুধারে সবুজ ধানের খেত। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যাবে। চারিদিকে সবুজের মনোরম দৃশ্য আকর্ষণ করবে যেন একেবারে পিকচার পোস্ট কার্ড। আবার চুঁচুড়া স্টেশন থেকে ১৭ ও ১৮ নম্বর বাসে করে যাওয়া যায়। মগরা স্টেশন থেকেও যাওয়া যায়।

ঘুরে আসুন বসিরহাটের টাকি মাছরাঙ্গা দ্বীপে

বসিরহাটের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থান হল টাকি। এখানকার জমিদার বাড়ির নাম এককালে গোটা বাংলাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ টাকি একেবারে ভারত–বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী। নদীর মাঝ বরাবর দু দেশের সীমানা চিহ্নিত। ভারত এবং বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে নৌকা যাতায়াত করছে নদী পথে। টাকিতে দাঁড়ালে পূর্বদিকে তাকালেই বাংলাদেশ দেখা যায়। ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা। টাকিতে সকালের দিকে আসাই ভাল। তাহলে আপনি দেখতে পাবেন টাকির সৌন্দর্যকে। এখানেই জলখাবার সেরে আপনি যেতে পারেন নদী তীরে। একটু দক্ষিণে গেলেই দেখতে পাবেন এক বিশাল ভাঙাবাড়ি। নদীর তীরে রয়েছে বড় বড় গাছের সারি। এই বাড়িটি ঘুরে দেখতে পারেন। কারণ এটি দুর্দান্ত প্রতাপ জমিদার রায়চৌধুরীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। হেঁটে বেড়াতে পারবেন নদীর তীর ধরে ইছামতীকে দেখতে দেখতে। টাকি শহরকে ঘুরে দেখতে হলে একটা ভ্যান রিকসা ভাড়া করে নিতে পারেন। দুদিনের ট্যুরে আসেন তাহলে এখানকার আশেপাশের সুন্দর গ্রামগুলি ঘুরে দেখতে পারেন। ইছামতী নদীতে নৌকা চললেও ওপারে যাওয়া নিষেধ।আপনি চাইলে এর মধ্যে মাছরাঙা দ্বীপে ঘুরে আসতে পারেন। দুই নদীর সংগম স্থলে ভেসে উঠেছে দ্বীপটি। এটি ইচ্ছামতী আর ভাসা নদীর সংগমস্থল। বর্ষা ও শীতকালে এখানকার পরিবেশ মধুর। নৌকা করে নদীর মাঝপথে যেতে পারলে সেখান থেকেই দেখে নিন চারদিকের পরিবেশ। দ্বীপের নির্জনতা উপভোগ করুন। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান মাছরাঙা দ্বীপে।

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হাসনাবাদের ট্রেনে চেপে দু'ঘন্টার মধ্যে টাকি পৌঁছে যাবে। এছাড়াও সড়ক পথে বারাসতের চাঁপাডালি মোড় থেকে হাসনাবাদ রুটের বাস ধরেও যাওয়া যাবে ইছামতীর পাড় ঘেঁসা এই সুন্দর টাকি শহরে। তবে সড়কপথের তুলনায় ট্রেনে টাকি অনেকটাই আরামদায়ক এবং তাতে সময়ও অনেকটাই কম লাগে। ট্রেনে সরাসরি টাকি রোড স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকেই

টোটো বা অটোতে চেপে পৌঁছে যেতে পারেন টাকি রাজবাড়ি ঘাটে। এটি ভ্রমণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। পাশাপাশি রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ। টাকি শহরের পর হাসনাবাদ পেরিয়ে শুরু হয় সুন্দরবন এলাকা। বহু পর্যটক এখান থেকেই সুন্দরবন ঘুরতে যান। এজন্য অনেকেই একে বলে থাকেন গেটওয়ে। আছে গেস্ট হাউস ও হোটেল। থাকতে পারেন সেখানে। রয়েছে টাকি জোড়া মন্দির। টাকি জমিদার বাড়ির গুপীনাথ রায় চৌধুরী একটি পুকুর কেটে তার পাড়ে দুটি শিব মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া রয়েছে মিনি সুন্দরবন। টাকি পৌরসভার উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই মিনি সুন্দরবন। মাত্র পাঁচ থেকে দশ টাকার বিনিময়ে ভ্রমণ করে নিতে পারেন এই মিনি সুন্দরবন। সেখানেই একটি সরা ব্রিজ চলে গিয়েছে গোলপাতার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। শেষে রয়েছে একটি বিশ্রাম স্থল। চারিদিক শান্ত এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ভরা।

তথ্য ও ছবি : মলয় সুর

মাঙ্গলিকী

নাট্যসৃজনী আয়োজিত নাট্যোৎসব ২০২৩

কৃষ্ণচন্দ্র দে

পূর্ব সিঁথি নাট্য সৃজনী গত ২৭ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত একটি নাট্যোৎবের আয়োজন করে। Ministry of Culture, Government of India আর্থিক সহযোগিতায় থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের মূল ক্যাপসান ছিল 'Life and Dreams, Theatre and Philosophy' ২৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় ফেস্টিভ্যালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে ফেস্টিভ্যালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বাংলা থিয়েটারের বর্ষীয়ান অভিনেতা পরিচালক অশোক মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে সভা অলংকৃত করেন আর একজন গুণী মানুষ সৌমিত্র বসু। ওই দিন অশোক মুখোপাধ্যায়কে নাট্য সৃজনীর তরফ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সৌমিত্র বসু। ওনারা দুজনেই তাদের ভাষণে নাট্য সৃজনীর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আজকের এই বাজার অর্থনীতির সময় নাট্যসৃজনী যেভাবে স্রোতের বিপরীতে হেঁটে বাংলা থিয়েটারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

নাট্য সৃজনী তাদের উৎসবে তিনদিনে মোট ৮টি নাটক অভিনয় করে। তারমধ্যে ২টি নাটক নাট্য সৃজনীর নিজস্ব প্রযোজনা। এছাড়া ৬টি নাটকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার দলগুলি অংশ গ্রহণ করে। যেমন, অন্তর্মুখ প্রযোজনা করে 'ভিতর বাহির' বলে একটি নাটক। মহানির্বাণ ভাবনা প্রয়োজনা করে 'নানা রঙের দিন'। স্বর্কীয় নাট্যগোষ্ঠী অভিনয় করে 'দেবদূত' বলে একটি নাটক। এছাড়া গোবরডাঙ্গা নকসা আয়োজনে অভিনীত হয় 'সুভা'। উত্তর কলকাতা আবর্তনের উদ্যোগে অভিনীত হয় 'কাল বা পরশু'। চণ্ডীতলা প্রম্পটারের উদ্যোগে অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা কাহিনী' নাটকটি। নাট্য সৃজনী যেভাবে ঝাড়াই বাছাই করে তারা তাদের উৎসবে নাটকগুলি নির্বাচন করেছিল তা এক কথায় অনবদ্য।

কেননা নাটকের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে তার উপস্থাপনা যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি সময়পোযোগী। প্রতিটি নাটকের শেষে পরিচালকরা নাট্য সৃজনীর প্রশংসা করে। এত সুন্দর আয়োজন, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। নাট্য সৃজনীর তরফ থেকে প্রত্যেক দলকে স্মারক, পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, নাট্যসৃজনীর নিজস্ব প্রকাশনার কিছু বই এবং একটি ফেস্টিভ্যালের ব্রোশির ও ফেস্টিভ্যালকে ঘিরে একটি সংখ্যা।

নাট্য সৃজনীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অফিসের সময় ওরা যে এত দর্শককে একত্রিত করতে পারছে তার জন্য অবশ্যই ওরা প্রশংসার দাবি রাখে। নাট্য সৃজনীকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নাট্য সৃজনীর কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ পালকে। ওরা এইভাবে একাগ্র চিত্তে থিয়েটারের সেবা করে চলুক তবেই বাংলা থিয়েটারের উন্নতি হবে। ওরা প্রায় ২২ বছর ধরে 'নাট্যসৃজনী' নাট্য পত্রিকা আজও প্রকাশ করে চলেছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। এটা ইন্দ্রজিৎ এবং অন্তিকার বিশেষ কীর্তি যা নাট্য মহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ওদের নাট্য সৃজনী পত্রিকায় আমি নিয়মিত লিখে থাকি, বিশেষ করে পূজা সংখ্যায়। নাট্য জগতে ওদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সবার দাবি : শরৎচন্দ্রের নামে দেউলটি স্টেশনের নাম হোক

মলয় সুর : খড়গপুর শাখায় দেউলটি স্টেশন। এটি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত একটি স্থান। জীবনের অনেকটা সময় তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। সেই দেউলটি স্টেশনেই রয়েছে তাঁর একটি মূর্তি। শরৎচন্দ্রের বাড়ি সামতাবেড় যেতে হয় এখান থেকেই। জাতীয় সড়ক পেরিয়ে আড়াই কিমি পথ গেলে সেই পুণ্যভূমি। প্রতিদিন লেগে থাকে দর্শণার্থীর আনাগোনা। এখানে রয়েছে তাঁর ব্যবহার্য সামগ্রী। অবশ্য দ্রষ্টব্য জিনিস গুলির মধ্যে রয়েছে কথাশিল্পীর ব্যবহার্য খাট, বিছানাপত্র, রেডিও, লেখার টেবিল, জুতো, লাঠি। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন। দেখা যায় তাঁর সেইসব ওষুধের শিশি ও সামগ্রী। এসবের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে বেশ খুঁজে পাওয়া যায়। দেউলটি স্টেশনের নাম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে রাখার দাবি তুলল বাগনানের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'স্বজন'। কথাশিল্পীর ১৪৮ তম জন্মদিনে স্বজনের পক্ষ থেকে শুক্রবার দেউলটি স্টেশন ম্যানেজারের হাতে ডেপুটেশনের কাগজ তুলে দেওয়া হয়। ২০২০ সালে দেউলটি স্টেশনকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে করার প্রস্তাব লোকসভায় রেখেছিলেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ। তারপর প্রায় তিন বছর কাটতে চললেও বিষয়টি এখনও দাবি হিসাবেই রয়ে গেছে। এবার আবার সেই দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন বাগনানের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বজন। পাশাপাশি এদিন শরৎচন্দ্রের বসত বাটিতে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সেখানে কবিতা পাঠ ও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

হয়। সংগঠনের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, এই বসতবাটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এবার দেউলটি স্টেশনকে শরৎচন্দ্রের নামে করা হোক। দেশের বহু স্টেশন সাহিত্যিক মনীষীদের নামে আছে। তাহলে কেন দেউলটি স্টেশনের নাম শরৎচন্দ্রেরনামে হবে না। এই বাড়িতে থাকাকালীন তিনি একাধিক কালজয়ী উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর বাড়ির প্রবেশমুখে একটি ফলকে লেখা 'মহেশ' গল্পের একটি অংশ। সামনের পুকুরেই কার্তিক গণেশ নামে মাছ দুটি খেলে বেড়াত। এ প্রসঙ্গে চন্দ্র নাথ আরও বলেন,২০২৪ সালের ১৫ জানুয়ারিতে শরৎচন্দ্রের প্রয়াণ দিবসে দেউলটি স্টেশনের লাইনে কবি ও সাহিত্যিকরা রেল লাইনে বসে কবিতা ও ছড়া লিখবেন। তাতে যদি রেলের আধিকারিকদের টনক নড়ে।

শত ফুল বিকশিত হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার চন্দননগরে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড আয়োজিত চন্দননগর সেন্ট অ্যান্টনি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে ৫ থেকে ১০ বছরের ছাত্রীদের নিয়ে এক বিরাট অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। এতে প্রায় ছয়শো স্কুল ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল 'স্মার্ট লার্নিং ইউজিং বিএসএনএল ভারত ফাইবার'। সংস্থাটি একের পর এক উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। যদিও এর পিছনে রয়েছেন বিএসএনএল–এর আধিকারিক সুস্মিতা দত্ত। তিনি বলেন, বিএসএনএল সব থেকে বেশি বিশ্বস্ত ও সরকার অধিগৃহীত একমাত্র টেলিকম সংস্থা যা শিশুদের পড়াশোনা ও নানা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম ও অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধতা দেখিয়ে চলেছে। এই কারণে বিএসএনএলকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে নিয়ে আসবে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস যোগ্যতাকে সুদৃঢ় করবে। তাই কচিকাঁচাদের শত ফুল বিকশিত হোক।

সমালোচক আসলে নাটকের বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা রাজ্যে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত হচ্ছে রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আলোচনা সভা , বক্তৃতা সভা ইত্যাদি। গত ১০ সেপ্টেম্বর গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ব্যবস্থাপনায় এই বক্তৃতা সভার বিষয় ছিল 'সমালোচক আসলে নাটকের বন্ধু' । মুখ্য বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নাট্য সমালোচক গবেষক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব সম্রাট মুখোপাধ্যায়। সভামুখ্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির বরিষ্ঠ সদস্য ও গোবরডাঙা শিল্পায়ন এর কর্ণধার আশীষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বক্তৃতা সভার অন্যতম এই অধ্যায়ে সিটি অফ থিয়েটার গোবরডাঙার অহংকার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সম্রাট বাবু নিজে একজন প্রথিতযশা নাট্য সমালোচক হয়েও সমালোচকদের সমালোচনার মান ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন । হালের গ্রুপ থিয়েটার কিংবা সমান্তরাল থিয়েটার যে এখন মেইনস্ট্রিম থিয়েটারে পরিণত, সেই জোরের জায়গাটা বেশ যুক্তি দিয়েই বোঝালেন তিনি। তিনি এও বলেন যে বেশ কিছু নাট্যদল তাদের নিজেদের কাজের মান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না রেখেও নাট্য সমালোচকদের প্রভাবিত করে অক্ষম নাটককেও লোকপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে 'রিভিউ' আর 'ক্রিটিসিজম' যে এক নয় সেটা তাঁর মূল আলোচনার প্রতিপাদ্য ছিল। স্টুডিও থিয়েটারে উপছে পড়া নাট্যপ্রেমী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ তাঁর বক্তৃতায় করতালিমুখর হল বারংবার। আশিস চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের কিছু অভিজ্ঞতার উল্লেখে আলোচনার সুর ধরিয়ে দেন। তাঁর সভাবসিদ্ধ সরস উপস্থাপনা হলভর্তি দর্শক উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে নাট্য আকাদেমির যুগ্ম অধিকর্তা ও প্রশাসন আধিকারিক দেবকুমার হাজরা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এদিন নাট্য আকাদেমির পক্ষে সংবর্ধিত হন গোবরডাঙা পৌরসভার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, স্থানীয় থানার সর্বময় আধিকারিক অসীম পাল, বিশিষ্ট অভিনেতা ও তথ্যচিত্র নির্মানে নতুন দিক তুলে ধরার অনন্য কারিগর শান্তনু সাহা, জেলা ও মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক। সম্পূর্ন আলোচনা সভাটি অত্যন্ত সুচারু সঞ্চালনায় সুন্দর ভাবে মনোগ্রাহী করে তোলেন শিল্পায়ন পরিবারের অন্যতম অভিনেতা সদস্য সৌভিক সরকার। উপস্থিত সকল সরকারী আধিকারীক ও বক্তা একটা সাধারণ নীরস আলোচনায় এমন আগ্রহ নিয়ে বসে সভার সাফল্য নির্ধারণ করে দেবার ঘটনায় এলাকার নাট্যপ্রেমী সকলকে স্যালুট জানান । সম্মানীয় সকল অতিথি ও বক্তার হাতে সবুজ উপহার হিসাবে একটি সুন্দর গাছ তুলে দেওয়া হয় নাট্য আকাদেমির পক্ষে ।

পুরস্কার বিতরণী উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' মঞ্চে (বিবেকানন্দ রোড) 'গোল্ডেন টাইম ফর এভার গ্ল্যাম প্রোডাকশন হাউস'–এর উদ্যোগে প্রধান উপদেষ্টা মনোরমা ঘোষের পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অমিত ঘোষের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও সিবাই মুখার্জীর সুন্দর সঞ্চালনায় ২টি পুস্তিকা প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব মহাসমারোহে দর্শকদের বিপুল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর ছবিতে মালা দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করা হয়। নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৌশিক কথাকলি ও সৌমী চ্যাটার্জী।

সংস্থার কর্তৃপক্ষদের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দেন বিশেষ অতিথি রণজিৎ রায়, ভাস্কর রায় চৌধুরী, উত্তমকুমার সাউ, নির্মাল্য বিশ্বাস, জয়িতা ঘোষ, সোনালী দাস প্রমুখ। বিভিন্ন বিষয়ে অভিনব কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয় সৃজনী ভট্টাচার্য, মলি সিকদার, অভিষেক দাশগুপ্ত, সন্দীপন, ইতিশ্রী, ঋতুপ্রিয়া সিনহা, গৌরী ঘোষ, তুষি ধর, পিংকী সরকার, পিয়ালী চিত্রকর, মৌসুমী ধাড়া, মৌতৃষা চৌধুরী, ঋত্বিকা মণ্ডল, মৌসুমী সাহা, স্মৃতিকণা রায়, চুমকী চিত্রকর, দীপা আদিত্য, সায়নী ব্যানার্জী, অদিতি দাস, শ্রেয়সী মুখার্জী, মৌমিতা দেধর, মিঠু ব্যানার্জী, সৌম্য পাল, গৌরব বাগুই, প্রেমানন্দ ঘোষাল, রাজীব মণ্ডল প্রমুখ। সংস্থার মহৎ উদ্দেশ্য হল বাংলার সমস্ত নারীজাতিদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান, স্বাধীনতা দেওয়া এবং লাঞ্ছিত, অবহেলিত দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের সেবা করা ও শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করা।

পাঞ্জক সিলেটে প্রতিযোগিতায় খেলো ইন্ডিয়া পদক পেল হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্য অনুষ্ঠিত হওয়া পাঞ্জক সিলেট এসফোড অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে কলকাতা এসভি এস মারোয়ারি হাসপাতালের হলে ইন্দোনেশিয়া গেম মার্শাল আর্ট পাঞ্জক সিলেট গেম–এ হুগলির ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া বাবর বাজারের দেবা মার্শাল আর্ট অকাডেমির দুই মহিলা শিক্ষার্থী গোল্ড পদক অর্জন করেন। এঁরা হলেন সুমন মালা (৩৯–৪০ কেজি বিভাগে প্রি–ইউনয়ন ক্লাস–ডি) ও আরোহী কুমারী (৩৬–৩৮ কেজি বিভাগে প্রি–টিনক্লাস–এফ)। দেবী মার্শাল আর্ট–এর প্রশিক্ষক সূর্য নারায়ণ শেঠ বলেন, বর্তমানে মেয়েদের আত্মরক্ষার দিকে নজর দিতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ চলছে চতুর্দিকে যাতে রাস্তায় কোনো বিপদে পড়লে তারা ক্যারাটের মাধ্যমে নিজেরা মোকাবিলা করতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় ২০টি জেলা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় আস্থা সাউ রৌপ্য পদক পান। এছাড়া নিকাট নাসরিন, জোহা হুসেন, ঈষা প্রসাদ ও প্রেয়শ্রী গুহ নিয়োগী ব্রোঞ্চ পদক পান। এই তেলিনী পাড়া বাবুর বাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মোট ১০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে যাঁরা কেবলমাত্র গোল্ড পদক অর্জন করেন তাঁরা আগামী ডিসেম্বরে দিল্লিতে খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।

আমতলা অন্বেষণের মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সুজয় দলুই' নামটা গত বছর আগস্ট মাসে রাজ্যের সবকটা নিউজ চ্যানেলের শিরোনামে উঠেছিল। আমতলার ৩৪–৩৫ বছরের তরতাজা যুবক হিমাচল প্রদেশের সিমলোগা গিরি পর্বত ট্রেক করতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তুষার ধ্বসে চাপা পড়ে যান। পরে উদ্ধারকারী দল গিয়ে তার নিথর শরীরটা উদ্ধার করে আনে। সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তেমন কোন চাকরি বাকরি করত না। কিন্তু পাহাড়ের টানকে অস্বীকার করতে পারে নি। আমতলা অন্বেষণ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ক্লাবের সদস্য হিসাবে বহুবার ট্রেক করে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবার আর ফেরা হল না। আমতলা অন্বেষণের পক্ষ থেকে তার নাবালক ছেলের জন্য একটা মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ক্লাবের ফান্ড থেকে কিছু অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর ক্লাবের সভাপতি অরূপ হালদার ও সম্পাদক সমর জানা সুজয়ের স্ত্রীর হাতে কিছু অর্থ প্রদান করেন। ক্লাবের সব সদস্য ৫০০ টাকা করে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করতে সমর্থ হয়েছেন। সেই টাকা সংগ্রহ করে আরো কিছু অর্থ সুজয়ের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন সম্পাদক।

ছৌ নৃত্য চর্চায় চমক দিচ্ছে শস্যগোলাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'বিশ্ববাসীর বিস্ময়' ছৌ নৃত্য চর্চায় এবার পূর্ব বর্ধমান জেলাও চমকে দিচ্ছে।রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত এই জেলার মন্তেশ্বরে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অদম্য প্রচেষ্টায় লোকশিল্পীরা ছৌ নাচের কলাকৌশলের অনেককিছুই রপ্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, এই লোকশিল্পীরা তাঁদের পারফরম্যান্সেও যথেষ্ট পেশাদারিত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন। যা দেখে মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিসহ সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন কার্যত চমকিত ও পুলকিত। ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলাভিত্তিক লোকশিল্পীদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুরে।এখানকার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত এই জমজমাট সম্মেলন তথা কনভেনশনে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ শতাধিক লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধামসা–মাদল, খোল–করতাল, ঢাক–ঢোল, একতাড়া, দোতারা, খোমক, রণপা প্রভৃতি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন লোকশিল্পীরা।নানান সাজে বহুরূপীদের পাশাপাশি ঘোড়া নৃত্য শিল্পী আর মন্তেশ্বরের ছৌ নৃত্য শিল্পীরাও ছিলেন।এদিনের সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনপর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক সৌরভ কোলে, পূর্বস্থলী ১ নং ব্লক উন্নয়ণ আধিকারিক দেবব্রত জানা, কাটোয়া ও কালনা মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক যথাক্রমে সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় এবং অসিত ঘোষাল, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক প্রমুখ। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এবং পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি সহ শ্রীরামপুর–পূর্বস্থলী সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকশিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।সেইসঙ্গে লোকশিল্পীদের নানাবিধ কর্মকাণ্ড সহ সরকারি বিবিধ প্রকল্প নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হয়।তবে, অবিস্মরণীয় যে নৃত্যকলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাবাসীর গর্বে বুক ফুলে ওঠে সেই ছৌ নৃত্যে মন্তেশ্বরের লোকশিল্পীদেরও পারফরম্যান্স সম্মেলনে উপস্থিত সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল।'সুন্দরী পুরুলিয়া' নামেই চোখের সামনে ভাসতে থাকে সুবিস্তৃত অযোধ্যা পাহাড়, পাখি পাহাড়, ময়ূর পাহাড়, সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির জয়চণ্ডী পাহাড়, বাঘমুণ্ডির মুখোশগ্রাম চড়িদা। আরও আরও কতই না পর্যটন ক্ষেত্র ভ্রমণপিয়াসীদের সর্বদা হাতছানি দেয়।তবে, ভারত বিখ্যাত পর্যটন ক্ষেত্রের এই ভাণ্ডারে যত রত্নই থাকুক না কেন সংস্কৃতিপ্রেমী বিশ্ববাসীর কাছে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য আর মুখোশগ্রাম চড়িদার আকর্ষণটাই আলাদা।এবার শস্যগোলার মন্তেশ্বর পুরুলিয়ার সেই ছৌ নৃত্য চর্চায় মশগুল হতেই জেলার লোকশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রটি নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা পাবে বলে একাধিক মহলের অভিমত।

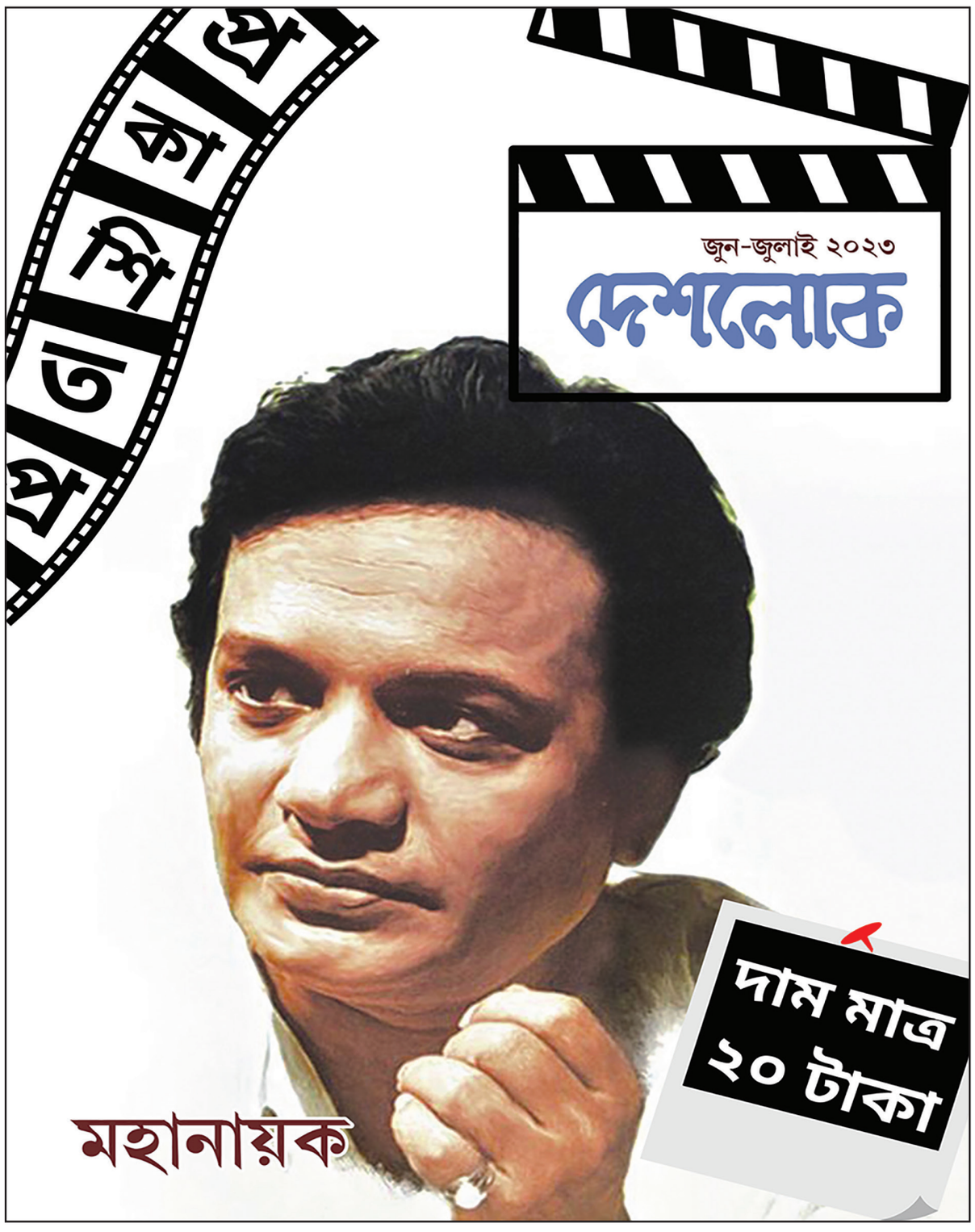

আঁতস কাঁচে

ভলিবলে এগোচ্ছে

এশিয়ান গেমসে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নক আউট পর্বে পৌঁছে গেল ভারতের পুরুষ ভলিবল দল। মঙ্গলবার গ্রুপের প্রথম ম্যাচে কম্বোডিয়াকে হারানোর পর এদিন শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকেও হারিয়ে দেয়। তিনবার সোনাজয়ী দল এশিয়া ভলিবলে অন্যতম সেরা শক্তি। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটের লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। ম্যাচ গড়ায় পাঁচ সেটে। ফলাফল ২৫-২৭, ২৯-২৭, ২৫-২২, ২০-২৫, ১৭-১৫। পরপর দুটো ম্যাচ জিতে প্রথম দল হিসেবে নক আউট পর্বে পৌঁছল ভারত।

বিশ্বকাপের থিম সং

প্রকাশিত হল আইসিসি বিশ্বকাপের থিম সং। 'দিল জশন বোলে' গানে দেখা যাবে রণবীর সিং এবং চাহাল পত্নী ধনশ্রী বর্মাকে। সুর দিয়েছেন প্রীতম। গান প্রকাশিত হওয়ার পর রণবীর বলেন, 'স্টার স্পোর্টস ফ্যামিলির সদস্য এবং ক্রিকেট ফ্যান হিসেবে আইসিসি বিশ্বকাপের থিম সং প্রকাশের অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। যে খেলা আমরা সবাই ভালোবাসি এটা তারই সেলিব্রেশন।'

রোনাল্ডিনহো আসছেন

কাফু, এমিলিয়ানো মার্টিনেজের পর এবার কলকাতায় আসছেন আরও একজন বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দুর্গাপুজোর সময় কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো। কলকাতায় এসে চ্যারিটি ম্যাচে খেলতে পারেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি। তিনি খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি মূল্যবান পরামর্শও দিতে পারেন। দুর্গাপুজো প্যান্ডেলেও যাবেন রোনাল্ডিনহো।

শীর্ষে সিরাজ

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে বোলারদের মধ্যে ৯ নম্বরে ছিলেন মহম্মদ সিরাজ। এশিয়া কাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২১ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেওয়ার সুবাদে একলাফে ৮ ধাপ উন্নতি করে তিনি শীর্ষে পৌঁছে গেলেন। আইসিসি'র পক্ষ থেকে র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছে। ৬৯৪ রেটিং নিয়ে শীর্ষে সিরাজ। এশিয়া কাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়া কুলদীপ যাদব অবশ্য ৩ ধাপ নেমেছেন। ৬৩৮ রেটিং নিয়ে ৯ নম্বরে কুলদীপ।

অর্থকষ্টে নাগাল

এই মুহূর্তে ভারতের সেরা লন টেনিস তারকা সুমিত নাগাল। আর সেই তিনিই চরম কষ্টে কাটাচ্ছেন জীবন! অবস্থা এমন যে, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের টাকা প্রায় নিঃশেষিত হতে চলেছে। নিজের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মাইনে, মহারাষ্ট্র টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে যে সাহায্য পান, সব মিলিয়ে এতদিন তা ম্যানেজ করেছেন তিনি। কিন্তু তাতেও হচ্ছে না। নাগাল বলেন, আমি যা উপার্জন করছি, পুরোটাই আমার পিছনে আমি ইনভেস্ট করছি। শেষ কয়েক বছর ভারতের সেরা খেলোয়াড় থাকার পরেও আমি যথাযোগ্য সাহায্যটা পাচ্ছি না।'

হকিতে উন্নতি

হকিতে সদ্য প্রকাশিত ক্রমতালিকায় উন্নতি ঘটেছে ভারতের পুরুষ এবং মহিলা উভয় দলেরই। ভারতীয় পুরুষ হকি দল অর্থাৎ হরমনপ্রীত সিংরা উঠে এসেছেন তিন নম্বরে। আর অন্যদিকে, মহিলা হকি দল অর্থাৎ বন্দনা কাটারিয়ারা উঠে এসেছেন সাত নম্বরে। গত টোকি অলিম্পিক্সে ভারতীয় দল দুই বিভাগেই ভালো ফল করেছিল। পুরুষদের বিভাগে তারা ব্রোঞ্জ জিতেছিল। আর মহিলা বিভাগে তারা অল্পের জন্যa ব্রোঞ্জ পদক হারিয়েছিল। তারপর থেকেই বেশ ভালো ফর্মে রয়েছে দুই দল।

মিনি ডার্বিতে মহমেডানের কাছে হার ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা লিগে অপরাজেয় তকমাটা থাকল না ইস্টবেঙ্গলের। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই মিনি ডার্বিতে হার দেখল বিনো জর্জের ছেলেরা। মহমেডান স্পোর্টিং হারিয়ে দিল ২-১ গোলে। সাদা কালো ব্রিগেডের হয়ে জোড়া গোল করেন লালানসাঙ্গা ডেভিড। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোল করেন নন্দকুমার। এই ম্যাচ জয়ে ১৪ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে শীর্ষ মহমেডান। এক ম্যাচ কম খেলে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট এখন ৩০। মিনি ডার্বি ঘিরে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে উত্তেজনার পারদ ছিল তুঙ্গে। ম্যাচেও তার প্রভাব পড়ে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গ্যালারি। ইটও পড়ে। ইস্টবেঙ্গলে এদিন কলকাতা লিগে নিয়মিত খেলা গোলকিপার আদিত্য পাত্রর পরিবর্তে খেলানো হয় কমলজি সিংকে। এদিন খেলেন মোবাশির রহমান, এডউইন সিডনি বনসপল, নন্দকুমার ও মোহিতোষ রায়। আক্রমণে ভরসা ছিলেন ভি পি সুহের ও অভিষেক কুঞ্জম। তবু নিজেদের সেরাটা দিতে ব্যর্থই হয় লাল হলুদ ব্রিগেড। উল্টে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে থাকে সাদা কালো ব্রিগেড।

প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় মহমেডান। ম্যাচের ৫ মিনিটে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ডেভিড। তিনিই ৩৮ মিনিটে আদিঙ্গা রালতের ক্রস ধরে দ্বিতীয় গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য খেলা ধরার চেষ্টা করে ইস্টবেঙ্গল। ৬০ মিনিটে নন্দকুমার পেনাল্টি থেকে ব্যবধানও কমান। যদিও এই পাওয়া নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় গ্যালারিতে। পরিবর্ত ফুটবলার শৌভিকের শট ইরশাদের কাঁধে লাগে। কিন্তু হ্যান্ডবল বলে পেনাল্টি দেন রেফারি। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মহমেডান শিবির। ৩০ মিনিটের বেশি ১০ জনে খেলে মহমেডান। ফলে গোল করার অনেক সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেনি তারা। কিন্তু ম্যাচ ড্র আর করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচ শেষেই ২ দলের ফুটবলাররা মাথাগরম করে ফেলে। হাতাহাতিতেও জড়ায়। এরপরই ডেভিড সমর্থকদের কাছে গিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসেন। মোহনবাগানকে আটকে দেওয়ার পর ময়দানের তৃতীয় প্রধান দল এবার ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে প্রমাণ করল কলকাতা লিগে জয়ের লক্ষ্যেই লড়ছে তারা। ম্যাচ শেষে ডেভিড বলেন, ম্যাচের প্রথমর্ধেই ২ গোল করতে পেরে খুশি। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করতে পেরেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, দলকে সুপার সিক্সের ম্যাচে জেতাতে পেরেছি, এটাই বড় কথা।' চলতি কলকাতা লিগে দারুণ ফর্মে ডেভিড। চলতি মরসুমে ১৭টা গোল করে ফেললেন তিনি। কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়েও তিনিই এগিয়ে।

বিশ্বকাপের আগে মানসিক স্বস্তি শামির, পেলেন জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বিশ্বকাপের আগে বড় স্বস্তি পেলেন মহম্মদ শামি। বর্তমানে মহম্মদ শামির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন থেকে শুরু করে আরও একাধিক অভিযোগে মামলা করেছিলেন হাসিন জাহান। সেই বধূ নির্যাতন মামলায় এবার জামিন পেলেন মহম্মদ শামি। ২০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে আলিপুর আদালত শামির জামিন মঞ্জুর করেছে। উল্লেখ্য, ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য হওয়ার কারণে মহম্মদ শামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেনি আদালত। তবে আদালতের নির্দেশ ছিল, এক মাসের মধ্যে যাতে তিনি এসে আত্মসমর্পণ করে জামিনের জন্য আবেদন করেন। সেই মতো মঙ্গলবার আদালতে

এসে আত্মসমর্পণ করেন মহম্মদ শামি। আদালত দু'হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। ২০১৮ সালের ৮ মার্চ মহম্মদ শামি এবং তাঁর দাদার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে যাদবপুর থানায় এফআইআর করেন হাসিন। ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট শামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আলিপুরের এসিজেএম কোর্ট। ওই বছর ৯ সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলা দায়রা আদালত ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এমন পরিস্থিতিতে প্রায় চার বছর ধরে মামলাটি সেখানে বিচারাধীন রয়েছে। পরে জেলা দায়রা বিচারকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হাসিন। বিচারপতি শম্পা সরকার নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখলে ক্রিকেটারের স্ত্রী সুপ্রিমকোর্টে যান। গত মাসে শীর্ষ আদালত জানায়, এক মাসের মধ্যে সব পক্ষের বক্তব্য শুনে দায়রা বিচারককে মামলাটির নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই মতো জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আলিপুর জেলা আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। সেই মামলার শুনানিতেই শামিকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।

প্রসঙ্গত, স্ত্রীর করা মামলার এর আগে আগাম বা অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেননি শামি। আইনজীবীদের মতে, অন্তর্বর্তী জামিনের জন্য জেলা দায়রা বিচারক, হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টে তাঁকে সশরীরে যেতে হত না। কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট থেকে জামিন নিতে গেলে তাঁকে সশরীরে আদালতে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তাই এশিয়া কাপ শেষে দেশে ফিরেই আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন পেলেন ভারতীয় ক্রিকেটার। বধূ নির্যাতনের মামলায় প্রথমবার আদালতে হাজিরা দিলেন মহম্মদ শামি।

প্রয়াত মহমেডান সমর্থকের পরিবারকে ২ লাখ টাকার চেক তুলে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন আগেই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মাঠে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। খেলা দেখতে এসে মৃত্যু হয় এক সমর্থকের। ৩১ আগস্ট নৈশালোকের আলোয় মহমেডান বনাম আর্মি রেড ম্যাচ চলাকালীন মাঠে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মহমেডান সমর্থক শেখ সিরাজউদ্দিন ওরফে রাজকুমারের। রবিবার নিজেদের মাঠে মহমেডান বনাম খিদিরপুরের কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচের বিরতিতে প্রয়াত সমর্থকের পরিবারের হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে। তাঁর ছেলে মেহরাজের হাতে চেক তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরে সচিব রাজেশ সিনহা। এছাড়াও ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, দুই সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার এবং মহমেডানের কর্তারা। আইএফএ'র পক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দেয় এক লক্ষ। মহমেডান ক্লাবের পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয় মৃত সমর্থকের পরিবারের হাতে। এছাড়াও প্রয়াত সমর্থকের নামে জার্সি তুলে দেওয়া হয় তাঁর ছেলের হাতে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এবং সহ সভাপতি সৌরভ পালের আলোচনা হয় আজকের ম্যাচকে চ্যারিটি ম্যাচ হিসেবে ধরতে। আইএফএ'র প্রস্তাবে সম্মতি জানান ক্রীড়ামন্ত্রী। ঠিক হয়, চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রয়াত মহমেডান সমর্থক সিরাজউদ্দিনের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

টালির ঘরে থেকেই ফুটবলে স্বপ্ন দেখাচ্ছে সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া রিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাব জুনিয়র (অনূর্ধ্ব ১৪) জাতীয় মহিলা ফুটবলে বাংলা দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিল নব বারাকপুর পুরসভা ফুটবল আকাদেমির শিক্ষার্থী রিমা হালদার। নব বারাকপুরের গর্ব রিমা। কলোনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। ১০ বছর বয়স থেকে খেলা শুরু। বাবা রং মিস্ত্রীর কাজ করে মা লোকের বাড়ি রান্নার কাজ করে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে টালি টিনের ঘরে বসবাস খালপাড়ে। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে ফুটবল খেলার নেশায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রিমা বাংলার তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে পঞ্জাবের অমৃতসরে গুরু নানক স্টেডিয়ামে সাব জুনিয়র মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে রয়েছে। বুধবার ফাইনালে ঝাড়খণ্ডের কাছে হেরে গিয়ে রানার্স আপ হয়েছে বাংলা। জাতীয় দলে ঘরে ফিরল

রানার্স দলের অন্যতম সাইড ব্যাক নব বারাকপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের মেইন রোড ইস্টে বাসিন্দা রিমা হালদার। পুরসভার ফুটবল আকাদেমির প্রশিক্ষক পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি সকলেই রিমার এই সফলতায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই এলাকার মানুষের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৭ দিন বাদে সকলের প্রিয় রিমাকে পেয়ে খুদে থেকে বড়রা ভালোবাসার আবেগে ভাসল। কেউ রিমাকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল কেউ বা এগিয়ে এসে গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানায়। উদীয়মান ফুটবলার রিমা বলে, দীর্ঘ ১৭ দিন বাদে বাড়িতে এসে বাবা মা পড়শিদের পাশে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। যদিও জাতীয় মহিলা ফুটবলে দলে খেলার জন্যই বাড়ির বাইরে ছিলাম। খেলায় হার জিত আছে। চেষ্টা করেছি। দলের কোচরা ম্যাডামরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। বাইরের মাঠ লড়াই ছিল। রানার্স হয়েছে। বাবা মাকে কাছে পেয়ে খুশি। চেষ্টা করব আরো ভালো খেলে বাংলা এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে'। কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার পুনরায় জোরকদমে পুরসভার আকাদেমিতে প্রশিক্ষণ চলবে। রিমার মা পিয়ালি হালদার বলেন, মেয়ের ছোটবেলা থেকে ফুটবলের প্রতি ঝোক ছিল। ভর্তি হয় পুরসভার ফুটবল আকাদেমিতে। হাতে খড়ি নব বারাকপুর পুরসভার ফুটবল আকাদেমির কোচ দীপক গায়েনের কাছে। তারপর দত্তপুকুর নিবাধুই জাগ্রত সংঘে কোচ রনজিৎ ঘোষ'। পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে ৪দিন প্র্যাকটিস যাতায়াত করতে হয়। ফুটবলের প্রতি অদম্য ভালোবাসা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার হিসেবে এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী রিমার বাবা মায়ের। স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছায় অনড় রীমা। পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পরিকাঠামোর অভাব সত্ত্বেও

লা লিগার আকাদেমির জন্য পছন্দ কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের সঙ্গে লা লিগার চুক্তির কতটা বাংলার ফুটবলের উন্নয়নে সাহায্য করবে তা সময় বলবে। কিন্তু প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় লা লিগা আকাদেমির জন্য কিশোরভারতী স্টেডিয়ামকে বেছে নিয়েছে রাজ্য সরকার। মাদ্রিদ সফর শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন আর এক প্রসিদ্ধ ফুটবল শহর বার্সেলোনায়। সেখানেই সকলের উদ্দেশে তিনি জানিয়ে দেন যে, লা লিগার আকাডেমি গড়ার জন্য কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামই কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে চলেছেন তিনি। মমতা বলেন, বিশ্বের সেরা সংগঠন এবং জনপ্রিয়তম লিগ লা লিগার সঙ্গে দিনকয়েক আগেই আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। ওদের পেশাদারিত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। লা লিগা কর্তৃপক্ষ বাংলায় আকাদেমি গড়তে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দুই দিন আগেই এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। ওরা জমি পেলেই কলকাতায় আকাদেমি গড়ার কাজ শুরু করে দেবে বলেই জানিয়েছিল।' কিন্তু সংশয় অন্য জায়গায়। পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও কেন এই স্টেডিয়ামকে বেছে নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাংলা ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত ফুটবলার, কোচ

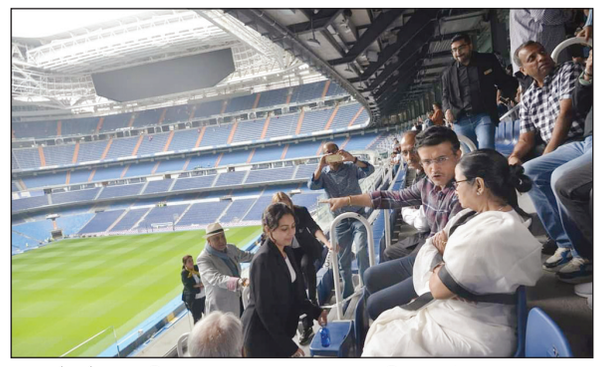

বা কর্মকর্তাদের অধিকাংশর পছন্দের তালিকায় নেই এই কিশোরভারতী স্টেডিয়াম। তাঁদের বক্তব্য, এই মাঠের যা অবস্থা তাতে ফুটবলারদের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাজ্যের অনান্য যেকোনো স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো কিশোরভারতীর থেকে অনেক ভালো। তা সত্ত্বেও লা লিগার মতো সংস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল কেন এই স্টেডিয়াম? কল্যাণী বা অন্য মাঠ কি দেওয়া যেত না? এই পরিকাঠামো কতটা উন্নতি করা যাবে? এইসব প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে ফুটবল মহলে। স্পেন সফরে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লা লিগা প্রধান জেভিয়ের তেবাসের বৈঠক হয়। সেখানেই বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে দু'পক্ষের মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। লা লিগার তরফে চুক্তিতে সই করেন তেবাস, অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের পক্ষে সই করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। লা লিগা কর্তৃপক্ষ ফুটবল আকাদেমি গড়ার জন্য স্টেডিয়াম চাইলে সরকার মাত্র ৩ বছর আগে তৈরি হওয়া কিশোরভারতীর নাম প্রস্তাব করে। তবে শোনা যাচ্ছে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেছেন, 'বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী ও ফুটবলপ্রেমীদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। কলকাতায় লা লিগা ফুটবল আকাডেমি কিশোরভারতীতে হলে বড় সুযোগ তৈরি হবে। এই আকাদেমি থেকে প্রতিভা উঠে এসে যাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, সেটাই উদ্দেশ্য।'

রাইফেলে স্বপ্ন দেখাচ্ছে আরাধ্যা

সুব্রত মন্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এই প্রথম রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোনারপুরের ১৪ বছরের মেয়ে আরাধ্যা বিশ্বাস বেঙ্গল শুটিং রাইফেল চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক এবং তারপরই ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে রূপোর পদক অর্জন করে। স্থানীয় পৌরপিতা প্রণবেশ মণ্ডল সংবাদমাধ্যমকে জানান, আগামী দিনে মেয়েটির পরিবারের পাশে আমরা আছি এবং সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্যের চেষ্টা করব। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ও সাহায্যের আশ্বাস দেন। আরাধ্যার বাবা বিপুল বিশ্বাস এবং মা মুক্তি বিশ্বাস

বলেন, ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার সি জে সিং, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আদিল, জিএসটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কৌশিক সান্যাল, জি এস টি সুপারিনটেন্ট বিশ্বনাথ পুরকাইত, হর প্রীত সিং আরাধ্যার পাশে দাঁড়ানোর আমরা কৃতজ্ঞ। এমনকি আরাধ্যার ঠাকুরমা সরলা বিশ্বাস শেষ বয়সের অল্প পেনশনের সঞ্চয়ের টাকাটাও নাতনিকে সাহায্য করেন। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি আরাধ্যার পাশে দাঁড়াতে চাইলে বিপুল বাবুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন এই ফোন নাম্বারে (9831031761)।

দিনভর ফুটবলে মাতল ঘোড়ানাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার একদিবসীয় নকআউট ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে মাতল পূর্ব বর্ধমান জেলার ঘোড়ানাশ গ্রাম। ঘোড়ানাশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঘোড়ানাশ aফুটবল aময়দানে আয়োজিত জমজমাট এই ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হয় নদিয়ার নবদ্বীপ একাদশ। তাদের কাছে টাইব্রেকারে পরাজয় স্বীকার করে নেয় পূর্ব বর্ধমানের লক্ষ্মীপুর একাদশ। চ্যাম্পিয়ন এবং বিজিত দলকে ট্রফি ও নগদ অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাশ এলাকায় একাধিক খেলাধুলার প্রতি বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েদের বরাবরই একটা আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে ফুটবল খেলা। এই খেলাকে কেন্দ্র করেই একসময় ঘোড়ানাশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল। এবারে তাদের পরিচালনায় ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন ঘিরে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে মোট ১৬টি টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল।

খেলায় উৎসাহদানের জন্য বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যতম প্রধান ভলিবল কোচ তথা শিক্ষক কিশোর মালাকার। এলাকার বাসিন্দা গৌরনাথ চক্রবর্তী, আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তা সুদীপ্ত ঘোষ প্রমুখ জানান, তাঁদের এলাকায় এই ফুটবল খেলা দেখার জন্য সর্বস্তরের মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকে। পাড়ায় পাড়ায় ফুটবলের সঙ্গেই নবীন প্রজন্ম যথাযথভাবে শরীর-মনে বেড়ে উঠতে পারলে একটা সমাজও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আশিক কুরুনিয়ান গোটা মরসুমেই অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে চলতি মরসুমের আইএসএল। তার আগেই খারাপ খবর এল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সমর্থকদের জন্য। হাঁটুর গুরুতর চোটে মরসুম শেষ হয়ে গেল তারকা ফুটবলার আশিক কুরুনিয়ানের। সদ্য শেষ হওয়া কিংস কাপে ভারতের হয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে খেলার সময়ে হাঁটুতে গুরুতর চোট পান তিনি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল চোটের কারণে হয়তো কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে আশিককে। কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আসে আরও খারাপ খবর। ক্লাবের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে এই হাঁটুর চোটের কারণেই চলতি মরশুমে আর খেলা হবে না আশিক কুরুনিয়ানের। পাশাপাশি ক্লাবের তরফে আরও জানানো হয়েছে ফুটবলারটির সমস্ত চিকিৎসার খরচ থেকে শুরু করে রিহ্যাবের যে খরচ সব ক্লাবের তরফে বহন করা হবে। কিংস কাপের সেমিফাইনালে ইরাকের বিরুদ্ধে এই চোট পান তিনি। তাঁর হাঁটুর লিগামেন্টে মূলত এই চোট লেগেছে। ম্যাচে ভারতকে অবশ্য হারতে হয়েছিল ২-১ গোলে। উইঙ্গার আশিকের এমআরআই করানো হয়। যেখানে দেখা গিয়েছে তাঁর ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। চলতি বছরেই বেঙ্গালুরু এফসি থেকে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছিলেন আশিক কুরুনিয়ান। মোহনবাগানের তরফে দাবি প্রথম থেকেই ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফরা প্রথমে আশিকের চোটকে গুরুত্ব দেননি। সময়মতো তা দিলে হয়তো আরও তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হতে পারত।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com